জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শ্রমিক খুন

বাংলা বলার অপরাধে কুপিয়ে খুন বাংলার শ্রমিককে! নৃশংস ঘটনা বিজেপির মদতপুষ্ট বিশাখাপত্তনমে। নিহত শ্রমিক নদিয়ার তেহট্টের বাসিন্দা, নাম রাজু তালুকদার

সতর্কতা জারি

আজ কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বীরভূম, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে জারি হলুদ সতর্কতা। উত্তরেও শুরু হয়েছে ভারী বর্ষণ। আগামী বুধবার পর্যন্ত ভারী বর্ষণ পাহাড়ে

নলহাটিতে পাথরখাদান ধসে মৃত ৬, আহত তিন

সেনাসভায় কেন গদ্দার, কোর্ট বিজেপি নেতাদের সতর্ক করল

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১১ ● ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ২৭ ভাদ্র ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 111 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 13 SEPTEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলায় বাড়ির নকশা দেখাচ্ছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

পুরসভার ১৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথম বাংলায় বাড়ির নকশা

প্রতিবেদন : বাংলা ভাষার অস্মিতা-রক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার। ১৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার বাংলা ভাষায় বাড়ির নকশায় অনুমোদন দিল পুর-কর্তৃপক্ষ। শহরের সমস্ত দোকানপাট, শপিং মলের সাইনবোর্ডে প্রধান ভাষা হিসেবে বাংলার ব্যবহার আগেই বাধ্যতামূলক করেছিল পুরসভা। এবার বাংলা ভাষায় বাড়ির নকশারও অনুমোদন দেওয়া শুরু করল কেএমসি। শুক্রবার 'টক টু মেয়র' শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলা ভাষায় অনুমোদিত প্রথম বাড়ির নকশা প্রকাশ্যে আনেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। (এরপর ১০ পাতায়)

নেপাল থেকে ফেরানো শুরু রাজ্যবাসীদের

প্রতিবেদন : প্রশাসনের উদ্যোগে অশান্ত নেপাল থেকে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরছেন রাজ্যের বাসিন্দারা। শুক্রবার বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ এলাকার গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলেন ৯ পরিযায়ী শ্রমিক।

অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন সুশীলা কার্কি

বাড়ি ফিরছেন আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা পিএইচডি স্কলার মণিহার তালুকদার ও তাঁর সঙ্গীরা। নেপালে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর এক সেমিনারে যোগ দিতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলার বারোবিশার বাসিন্দা মণিহার তালুকদার। তিনি মেঘালয়ের (এরপর ৭ পাতায়)

যাদবপুরে বারবার পড়ুয়ার মৃত্যু ■ উদাসীন কর্তৃপক্ষ

প্রতিবাদে টিএমসিপি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে শুক্রবার মিছিলে প্রতিবাদ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। —শুভেন্দু চৌধুরী

প্রতিবেদন : মাত্র ২ বছর আগেই এক মায়ের কোল খালি হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়ঙ্কর র‍্যাগিং-এর কারণে। এবার ফের আরেক মায়ের কোল খালি হল— তবে অন্যভাবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ক্যাম্পাসের ভিতরেই পুকুরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। মৃত্যু কীভাবে তা ময়নাতদন্তের পর স্পষ্ট হবে। কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ফের একবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার নিরাপত্তা এবং অরাজকতার ছবিটা সামনে চলে এসেছে। এক শ্রেণির রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন তারা কোনও অবস্থাতেই সেখানে সম্পূর্ণভাবে সিসিটিভি লাগাতে দিতে চায় না। কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যুব নেতা সুদীপ রাহা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, অবিলম্বে যাদবপুরে সমস্ত জায়গায় সিসিটিভি লাগাতে হবে। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। এবং কারা কীসের স্বার্থে যাদবপুরের সব জায়গায় সিসিটিভি লাগাতে দিচ্ছে না— এই বিষয়টাকে তদন্তের আওতায় আনতে হবে। সুদীপ সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বক্তব্য রেখে বলেছেন, দু'বছর আগের ঘটনার পর আমরা (এরপর ১০ পাতায়)

সুরক্ষার প্রশ্নে তৃণমূল ছাত্রদের ৪ দাবি

- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে
- বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সব জায়গায় সিসিটিভি লাগাতে হবে
- ক্যাম্পাসে সুরক্ষার প্রশ্নে কোনও ঢিলেঢালা মনোভাব চলবে না
- আদালতের নির্দেশের পরেও কারা সিসিটিভি লাগাতে দিচ্ছে না, তা তদন্তের আওতায় আনতে হবে

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নাম

নামটা কে দিল
জানলাম না
পদবিটা কে দিল
বুঝলাম না।।

জানলাম যখন ভাবলাম
এটা না পসন্দ
কোথায় যেন রয়ে গেছে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে দ্বন্দ্ব।।

২ ছাত্রের বচসায় চলল ছুরি, খুন রাতেই গ্রেফতার

প্রতিবেদন : ভরদুপুরে রক্তে ভাসল দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন! একদল স্কুল ছাত্রের হিন্দিতে চূড়ান্ত বচসার মধ্যেই ধারালো অস্ত্রে প্রাণঘাতী হামলা। রক্তাক্ত অবস্থায় একাদশ শ্রেণির ছাত্র মনোজিৎ যাদবকে (১৭) দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই খুনের মূল অভিযুক্ত রানা সিং (১৮) নামের তরুণকে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেফতার করেছেন বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের তদন্তকারীরা। কী নিয়ে বচসা? পুলিশ সূত্রে খবর, স্কুলের এক সহপাঠিনীকে ঘিরে রানা ও মনোজিতের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু। এদিন মেট্রো স্টেশনে ঢোকার মুখেও চলছিল। হঠাৎই ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে রানা চালিয়ে দেয়। রানা একাই উত্তরপ্রদেশে পালানোর ছক কষেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল ছুরি কোথা থেকে এল? মেট্রোর স্ক্যানারে ধরা পড়ল না? (এরপর ১০ পাতায়)

মনোজিৎ যাদব।

পশ্চিম বর্ধমান : ঐক্যে জোর, এবার টার্গেট ৯/৯

পশ্চিম বর্ধমান জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি।

প্রতিবেদন : শুক্রবার ফের জোড়া বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকালে প্রথমে পশ্চিম বর্ধমান জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। দ্বিতীয় দফায় কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। পশ্চিম বর্ধমান জেলা নেতৃত্বকে অভিষেক স্পষ্ট জানিয়েছেন সেখানকার ৯টি বিধানসভাতেই দলকে জেতাতে হবে— সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাঠে নামতে হবে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এখন থেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নেমে দলকে শক্তিশালী করতে হবে। এক ইঞ্চি জমি বিজেপিকে ছাড়া যাবে না। একই সঙ্গে অন্য বৈঠকগুলোর মতো এই দুটি বৈঠকেও 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান', রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে প্রচার-সহ ব্লকে ব্লকে-বুথে বুথে মানুষের কাছে যাওয়া, নিবিড় জনসংযোগ করা, (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

13 September, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

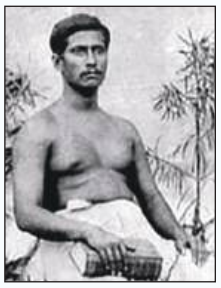

১৯১০ রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) প্রয়াণদিবস। মাত্র ১৫ বছর বয়সে কালী-সংগীত রচনার মাধ্যমে তাঁর কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গান লিখতে পারতেন। তাঁর গান ও কবিতার বিষয়বস্তু মুখ্যত দেশপ্রীতি, ভক্তি ও হাস্যরস। তাঁর লেখা বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'। ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে মারা যান। সাত মাস তিনি সেখানে ভর্তি ছিলেন। এ-সময় রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশ ঘোষ-সহ বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।

১৯২৯ যতীন দাস (১৯০৪-১৯২৯) এদিন ৬৩ দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন। বঙ্গবাসী কলেজের এই ছাত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য গ্রেফতার হন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি হিসেবে তাঁকে লাহোর জেলে পাঠানো হয়। সেখানে রাজবন্দিদের ওপর কারা কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের জন্য অনশন আন্দোলন শুরু করেন। এই বীর শহিদের মরদেহ কলকাতায় আনা হলে এক বিরাট মিছিল শোকযাত্রার অনুগমন করে।

২০০৮ ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণে এদিন সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে প্রায় ৩০ জন নিহত হন, আহতের সংখ্যা শতাধিক। আধঘণ্টার ব্যবধানে পরপর ৫টি বোমা বিস্ফোরণ হয় পশ্চিম দিল্লির গফর মার্কেট, মধ্য দিল্লির কনট প্লেস এবং দক্ষিণ দিল্লির গ্রেটার কৈলাসে। বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গি গোষ্ঠী।

১৫০০ পর্তুগিজ অভিযাত্রী পেদ্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল এদিন কালিকটে অবতরণ করেন ও সেখানে কারখানা স্থাপন করেন। ভারতের মাটিতে সেটাই প্রথম ইউরোপীয় কারখানা। এর আগে ব্রাজিলের আবিষ্কারক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। ভাস্কো ডা গামার নব-আবিষ্কৃত পথ ধরে আফ্রিকা ঘুরে তিনি এখানে এসে পৌঁছন। উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে মশলা নিয়ে গিয়ে ইউরোপে বাণিজ্য করা। এতদিন আরব, তুরস্ক ও ইতালির বণিকরা এই ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

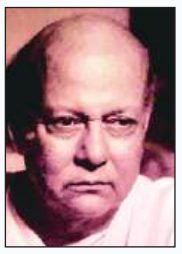

১৯০৪ সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪) এদিন অধুনা বাংলাদেশের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বভারতী ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। জার্মানির বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছেন। কাবুলে কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন। পরে বিশ্বভারতীতেও অধ্যাপনা করেছেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করতেন। পাটনা ও কটক স্টেশনের ডিরেক্টর হন। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় অন্য। তিনি বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে, সঠিকভাবে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য-প্রাঙ্গণে, বিচিত্র প্রতিভাধর বর্ণোজ্জ্বল এক সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের নাম। কাব্য-কবিতা প্রবন্ধ-নিবন্ধ-নাট্যরঙ্গ ও গল্প-উপন্যাস, এ-সবের গতানুগত প্রথা অভ্যাস ও রীতিবদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি সরণি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর কলম থেকে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে 'দেশে বিদেশে', 'চাচাকাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র', 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন' 'শবনম', 'টুনিমেম' ইত্যাদি।

১৯৪৪ নুর ইনায়েত খানকে জার্মানির গেস্তাপো বাহিনী দাচাউয়ের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এদিন গুলি করে মারে। টিপু সুলতানের বংশধর নুর ছিলেন ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনীর স্পেশ্যাল অফিসার। জার্মান অধিকৃত ইউরোপে তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা ওয়্যারলেস অপারেটর। ১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসে তিনি ধরা পড়ে যান। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মুসলমান মহিলাকে সাহসিকতার জন্য ১৯৪৯-এ জর্জ ক্রস প্রদান করা হয়।

১৯২৪ ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯-১৯২৪) এদিন প্রয়াত হলেন। রাজনীতিবিদ এবং আইনজীবী। ১৯১৪-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম সভাপতি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব সামলেছেন।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

■ শ্রীরামপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে শুক্রবার উপস্থিত হন বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়, পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, উপপ্রধান উত্তম নাগ, সিআইসি সন্তোষ সিং, শহর যুব সভাপতি সংবীর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। দুটি বুথের প্রায় হাজারের মতো নাগরিক শিবিরে যোগ দেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯৪

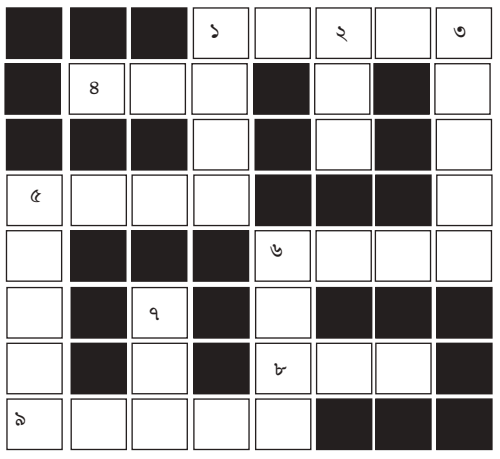

পাশাপাশি : ১. সিংহশাবক ৪. প্রভেদ, পার্থক্য ৫. পূজনীয়া নারী ৬. সৃজনশক্তি ৮. পুঁজি, সম্বল ৯. স্ত্রীলোকের স্বভাব।

উপর-নিচ : ১. প্রথম ইংরেজ কবি ২. বিবরণ ৩. যত্ন, আগ্রহ ৫. সন্ধান, খোঁজ ৬. পানীয়শালা ৭. করাত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯৩ : পাশাপাশি : ১. মদত ৪. ফায়দাতোলা ৬. লালিত ৭. রাজাসন ৯. তবধরি ১২. আটকা ১৩. ভড়ংবাজ ১৪. বটিকা। **উপর-নিচ :** ১. মণ্ডলায়িত ২. তফাত ৩. ম্যাদামারা ৫. লালস ৮. নবকারিকা ১০. বল্লভ ১১. রিরংসু ১২. আজব।

১২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৯৮৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৮৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৮৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.২৫	৮৭.৭৫
ইউরো	১০৪.৮৭	১০২.৯১
পাউন্ড	১২১.১৭	১১৮.৯২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

■ পাওলি দাম

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

13 September, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে ধরনায় তৃণমূল এসসি-এসটি-ওবিসি সেল

মূর্খ বিজেপিকে জবাব দিল বাংলা ধর্মতলায় তফসিলিদের হুঙ্কার

প্রতিবেদন : ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ের প্রতিবাদ-মঞ্চে এবার বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি-এসটি-ওবিসি সংগঠন। বিজেপি যেভাবে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর সারা দেশে অত্যাচার করছে, তার তীব্র নিন্দা করে বাংলা-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে সরব তৃণমূলের তফসিলি জাতি-উপজাতি সংগঠনের নেতৃত্ব। রাজ্যের মন্ত্রী তথা এসটি সেলের সভানেত্রী বীরবাহা হাঁসদার নেতৃত্বে সভাস্থলে দূরদূরান্তের জেলা থেকে এসে ভিড় জমালেন তফসিলি জাতি-উপজাতি সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা। বক্তব্য রাখলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, দেবাশিস কুমার-সহ আরও অনেকে। ছিলেন সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক, মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, সন্ধ্যারানি টুডু, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, প্রত্যেকটা বিজেপি-রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চলছে। কারণ, বিজেপি বাংলা ও বাঙালিকে সহ্য

করতে পারে না। ওরা ভাল করেই জানে, বাংলার মানুষ বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে না। বিজেপির নেতারা যখন দেখছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে টলানো যাচ্ছে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানো যাচ্ছে না— তখন বাংলার শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। বাংলাতেও তো অন্য রাজ্য থেকে লক্ষ-কোটি শ্রমিক কাজের জন্য আসেন। কই তাঁদের উপর তো এখানে কোনওরকম আক্রমণ হয় না! কারণ, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এখানে সব ধর্মের মানুষ জাতপাত ভুলে একসঙ্গে থাকি। আমাদের একটাই ধর্ম, মানবধর্ম।

আবার বাংলা ভাষাকে 'পররাষ্ট্র' ভাষা হিসেবে দেগে দিয়ে বিজেপি যে মূর্খামির পরিচয় দিয়েছে, তা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার। তাঁর বক্তব্য, বাংলা ভাষার জন্ম এক হাজার বছর আগে। আর মূর্খের দল বলছে নাকি, বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই! কারা বলছে? ভারতীয় জনতা পার্টির কিছু নেতা। এই দলটা যে জনসঙ্ঘ থেকে তৈরি হয়েছে, সেই জনসঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাস্টার ডিগ্রি করেছিলেন বাংলা ভাষা নিয়ে! যিনি দলটাকে জন্ম দিয়েছেন, তিনি কোন ভাষায় পড়াশোনা করেছেন; মূর্খের দল সেটাও জানে না। এই ভাষার জন্য গোটা একটা দেশের জন্ম, এই ভাষার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। আর সেই ভাষাকে এরা বলছে কোনও ভাষাই নয়! আসলে এরা বাংলাকে ভয় পায়! অন্যদিকে, জয়নগরের তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। আর আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের ভিত্তিতে রাজনীতি করেন। সেই রাজনীতির ময়দানে তৃণমূলকে কাবু করে বাংলাকে বাগে আনতে পারছে না বিজেপি। তাই বাংলা থেকে পেটের টানে বিজেপি রাজ্যে যাওয়া শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করছে। ২০২৬ সালের নির্বাচনে এই অত্যাচারের জবাব দেবে মানুষ।

জলে ডুবেই মৃত্যু অনামিকার পুলিশি তদন্তেই আস্থা বাবার

প্রতিবেদন : যাদবপুরের ইংরেজি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে। ভিসেরা রিপোর্ট এখনও আসেনি। এলে জানা যাবে অনামিকা রাতে মদ্যপান করেছিলেন কি না। শুক্রবার কাঁটাপুকুর মর্গে অনামিকার ময়নাতদন্ত হয়। বাবা-মা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন পুলিশি তদন্তেই তাঁদের আস্থা। পরিজনদের

বক্তব্য, অনামিকাদের বাড়ি বসিরহাটে। পড়াশোনার জন্যেই কলকাতায় আসা। থাকতেন নিমতা এলাকায়। পড়াশোনায় প্রথম থেকেই ভাল ছিলেন অনামিকা। প্রত্যেকটি পরীক্ষার নম্বর সে-কথাই বলে। বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুরে যে অনুষ্ঠান ছিল, সেই অনুষ্ঠান থেকে রাত সওয়া ন'টা পর্যন্ত মাকে অনুষ্ঠানের ছবি মোবাইলে পাঠাচ্ছিলেন। বলেছিলেন, আরেকটি অনুষ্ঠান আছে। সে অনুষ্ঠান সেরেই বাড়ি ফিরবেন। এরপর আর যোগাযোগ হয়নি। তার পরেই রাতে মর্মান্তিক খবরটি আসে। প্রশ্ন, কী করে পুকুরের জলে পড়ে গেলেন অনামিকা। দুটি কারণ থাকতে পারে— কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে, পা ফসকে পড়ে গিয়েছেন অথবা যদি মদ্যপান করে থাকেন, সেই কারণেও এই ঘটনা ঘটতে পারে। অনামিকা কি একা ছিলেন? বন্ধুরা কেন মুখ খুলছে না। এই প্রশ্নগুলির নিরসন এখনও হয়নি। তবে সব ঘটনাই স্পষ্ট হয়ে যেত, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কোনায় সিসিটিভি থাকত। রাতের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক ছাড়া যাদবপুরে বহিরাগতদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্রশ্ন হল, একের পর এক পড়ুয়ার মৃত্যুর পরেও হুঁশ ফিরছে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের?

এক কোটি রুদ্রাক্ষে সাজছে চেতলা অগ্রণী

প্রতিবেদন : আগেরবার গঙ্গাদূষণের ভাবনা মণ্ডপে টেনে এনেছিল কোটি-কোটি দর্শনার্থীকে। তাই এবার এককোটি রুদ্রাক্ষে সেজে উঠছে চেতলা অগ্রণীর পুজোমণ্ডপ। ৩৩তম বর্ষে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমরেশ বসুকে শ্রদ্ধা জানাতে চেতলা অগ্রণীর এবার ভাবনা 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। মণ্ডপ সাজাতে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া থেকেও এসেছে একমুখী থেকে বহুমুখী রুদ্রাক্ষের ভাণ্ডার।

■ সাংবাদিক বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ক্লাবকর্তারা।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্লাবের তরফে সেই কথা ঘোষণা করেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহালয়ার দিন দেবীর চক্ষুদান করবেন। কিন্তু সেদিন থেকেই মণ্ডপ-দর্শন হবে না। বৃষ্টির জন্য কাজে কিছুটা দেরি হয়েছে। তাই ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে জনসাধারণের জন্য খুলে যাবে মণ্ডপের দরজা। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন মণ্ডপশিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ক্লাবের অন্য কর্মকর্তারা। মেয়র-মন্ত্রী তথা ক্লাবের অন্যতম কর্তা ফিরহাদ হাকিমের পরামর্শমতো কীভাবে মহাদেবের অশ্রু থেকে তৈরি হওয়া 'রুদ্রাক্ষ' দিয়ে মণ্ডপ সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়, তা বিশদে জানান মণ্ডপশিল্পী।

সম্পাদকীয়

13 September, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মানুষ অপেক্ষায়

কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার কারণে কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হয়, তা বিজেপিকে দেখে শিখতে হয়, জানতে হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের ধরনামঞ্চ সেনাকে দিয়ে খুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন, সেনাবাহিনী শ্রদ্ধার। তাঁরা দেশকে রক্ষা করেন, নিরাপত্তা দেন, তাঁদেরকে স্যালুট। প্রতিবাদ তাঁদেরকে জঘন্যভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিল বিজেপি। কিন্তু ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ল বেড়াল। প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ধরনায় কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, সেখানে কোনও রাজনৈতিক নেতা যেন না থাকেন। কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে সেই ধরনায় চলে যায় গদ্দার আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। কোর্টে সেই মামলা যেতেই গদ্দারের দলকে আদালতের হুঁশিয়ারি। তুমুল ভর্ৎসনা। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ঘটনা প্রমাণ করে দেয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিন গান্ধীমূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে যা বলেছিলেন, সেটাই বাস্তব ঘটনা। মঞ্চ খুলে দেওয়া হয়েছিল দিল্লি বিজেপি তথা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বা প্রতিরক্ষামন্ত্রকের নির্দেশে। আর তা প্রমাণ হয়ে গেল প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ধরনায় গদ্দারের দল সরাসরি চলে যাওয়ায়। প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নামে ধরনা যে আসলে বকলমে বিজেপি স্পনসর্ড তা স্পষ্ট করেছে তারাই। ভাষাসন্ত্রাসের ধরনায় বিজেপি প্রবল অস্বস্তিতে। মানুষকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই। বিজেপি রাজ্যের অসভ্যতা আর অমানবিকতা মানুষ ঘৃণা করছেন। বুঝতে পেরেছে বিজেপি। তাই রাজনীতিতে তৃণমূলকে হারাতে না পেরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার। এভাবে মানুষের প্রতিবাদ বন্ধ করা যায় না। মানুষ এই অসভ্যতার জবাব দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সঠিক সময়েই জবাব পাবে বঙ্গ বিজেপি হাজার হাজার ইভিএমে।

e-mail থেকে চিঠি

নটচূড়ামণি নরেন্দ্র মোদি

কৈলাস থেকে সপরিবার মা দুর্গা মর্ত্যে আসছেন প্রায় এগারো মাস পর, এ মাসের শেষে। তাঁকে বরণ করে নিতে সাজ-সাজ রব বাংলা জুড়ে। মায়ের আতিথেয়তায় কোথাও যেন সামান্য ত্রুটিও না থাকে, প্রায় শেষলগ্নে তারই প্রস্তুতি চলছে সর্বত্র। অন্য এক প্রস্তুতি চলছে উত্তর-পূর্বের পাহাড়ঘেরা ছোট্ট রাজ্য মণিপুরেও। তবে মায়ের জন্য নয়, এক স্বঘোষিত 'অবতার' বা 'বিশ্বগুরু'র সম্ভাব্য আগমন উপলক্ষ্যে। লোকে তাঁকে জানে নরেন্দ্র মোদি নামে। আজ ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি মণিপুর সফর করবেন। মা আসছেন প্রায় এগারো মাস পরে, চার দিনের জন্য। হিংসাদীর্ণ মণিপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদির যেতে সময় লেগে গেল ২৯ মাস! তাও কয়েক ঘণ্টার জন্য! এই ধরাতলে মা বিরাজ করবেন সর্বত্র। কিন্তু 'ঈশ্বরের বরপুত্র'র সঙ্গে কঠোর নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। তাই কুকি অধ্যুষিত চূড়াচাঁদপুর এবং ঐতিহাসিক কাংলা দুর্গে ভাষণ দিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করবেন মোদি। তবে সংক্ষিপ্ত হলেও যেন রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হয়েছে। ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে রাস্তাঘাটের সৌন্দর্যায়ন, কাংলা দুর্গে ত্রিভুজাকৃতি মঞ্চ তৈরি করা, রাস্তার ডিভাইডারে রঙের প্রলেপ, সাধারণ মানুষের যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে মণিপুরের আকাশে-বাতাসে যেন মোদির 'আগমনি'-র সুর বাজতে শুরু করেছে ক'দিন আগে থেকেই। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে মণিপুরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। একদিকে মেইতেই সম্প্রদায়, অন্যদিকে কুকি জনগোষ্ঠী। এই দুই জাতিগোষ্ঠীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ২৯ মাস ধরে মণিপুরের স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত স্তব্ধ। গত প্রায় আড়াই বছরে সেখানে সংঘর্ষে অন্তত ২৬০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ঘরছাড়া অন্তত ৬০ হাজার মানুষ। যার জেরে পদত্যাগ করতে হয়েছে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে। গত ছ'মাস ধরে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি রয়েছে। অশান্ত মণিপুরের বিধ্বস্ত মানুষের পাশে একবার গিয়ে দাঁড়ান প্রধানমন্ত্রী— শুরু থেকেই এই দাবি উঠেছে সর্বত্র। তখন তাতে কর্ণপাত করেননি মোদি। এতদিন পর মোদির কয়েক ঘণ্টার সফর, শান্তির বার্তা, কুকিদের সঙ্গে রাস্তা খোলার চুক্তি বা হয়তো আরও কোনও রঙিন প্রতিশ্রুতিতে মণিপুরের 'রক্তক্ষরণ' বন্ধ হওয়া মুশকিল। তাই মণিপুরের সমস্যাকে স্রেফ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ইস্যু হিসেবে না দেখে মোদি-শাহদের ধৈর্য ধরে সংবেদনশীল অভিভাবকের মতো আচরণ করতে হবে। — **অরিজিৎ চক্রবর্তী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এসএসসি'র প্রথম দফা নির্বিঘ্নে শান্তি নেই চিল-শকুনের

প্রথম দফার পরীক্ষা নির্বিঘ্নে, দ্বিতীয় দফা কাল। প্রতিকূলতার আবহে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতি এবং সার্বিকভাবে বাংলার স্কুলশিক্ষার প্রতি। অপপ্রচারের বেলুন চুপসিয়ে দিয়েছে ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি। এর পরেও বাজারি মিডিয়ার কুৎসা অব্যাহত। বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপপ্রয়াস কাগজে ও টিভির পর্দায়। সেসবে চোখ-কান না-দিয়ে দ্বিতীয় দফার পরীক্ষাও একইভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার আবেদন জানিয়ে সামগ্রিক ছবিটা তুলে ধরছেন **পার্থসারথি গুহ**

রাজ্যে প্রতিবার নির্বাচনের আগে এ রাজ্যের হাঁসজারু জোট রাম-বামের অনেক রাম-পাম-পাম শোনা যায়। রাজ্যে নাকি গণতন্ত্র নেই। একদা সায়েন্টিফিক রিগিংয়ের জনক সিপিএম আর ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ভোট-চোরের অ্যাওয়ার্ড পেতে চলা মো-শা'র বিজেপির মুখে এ-কথা শুনে প্রয়াত জ্যোতিবাবুও হয়তো গোমড়া মুখ ছেড়ে খিল খিল করে হেসে উঠতেন। যারা সামান্য বুথে এজেন্ট বসাতে পারে না, তারা কিনা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এই হাতে-গরম অজুহাত খাড়া করে। তাদের আব্দার মেনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ভোটকেন্দ্রগুলি মুড়ে দেওয়ার পরেও দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা ড্যাং ড্যাং করে জিতে চলেছেন। গত লোকসভা ভোটের আগে-পরে যে এগারোটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হয়েছে তাতেও নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছে তৃণমূল। এতকিছুর পরেও 'নাচ না জানলে উঠোন বাঁকা'র মতো বিরোধীদের মিথ্যে আস্ফালন লেগেই থাকে।

অতি-সম্প্রতি রাজ্যে এসএসসির পরীক্ষা নিয়েও কার্যত এমন গেল গেল রব তুলেছিল তারা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে নির্বিঘ্ন-নিশ্চিন্তির আচ্ছাদনে রাজ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা সম্পাদিত হল। রাজ্যের ৬৩৬টি কেন্দ্রে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকতার পরীক্ষায় বসলেন প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। পরীক্ষা হল নির্বিঘ্নে উৎসবের মেজাজে।

যাদের মধ্যে লক্ষণীয় ৩১ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী এসেছিলেন বিজেপির ডবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্য থেকে। যার আবার অধিকাংশ একদা মিডিয়ার কল্যাণে প্রায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়া উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য থেকে। বাদবাকিরাও গোবলয়ের ডবল ইঞ্জিন 'ধমাকা'র রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার থেকে। সবার মুখেই এক কথা যে তাদের রাজ্যে কোনও পরীক্ষাই সুষ্ঠুভাবে হয় না, নিয়মিত হয় না। পরীক্ষাকেন্দ্রে চিটিং, প্রশ্নপত্র ফাঁস, নেতা-পুলিশের জুলুম লেগেই থাকে। সেজন্যই গঙ্গা পেরিয়ে তারা চলে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাসিত শান্তির রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে স্কুল শিক্ষকের চাকরি পেতে।

বলাবাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত সারা দেশে পরীক্ষা একেবারে হইহই করে হয় এই সংক্রান্ত মিথ্যের বেলুন নিশ্চিতভাবে চুপসে গেল এইসব মন্তব্যে। যে বিজেপি দেশের সবথেকে বড় শিক্ষা-দুর্নীতি মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত তাদের মুখে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে অভিযোগ তোলা শুধু ধৃষ্টতাই নয়, হাস্যকরও বটে। বস্তুত, ব্যাপম কেলেঙ্কারি শুধু কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি নয়, নিমেষে জলজ্যান্ত বহু মানুষকে রীতিমতো খরচের খাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রতিবাদী মুখগুলো যে কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছে তার নাম-ও-নিশান পর্যন্ত মেলেনি।

বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার বিজেপি সরকারের জুমলাবাজি প্রতিশ্রুতি কার্যত ১৫ লক্ষ টাকা তামাম দেশবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকার মতো মিথ্যের ঢিবিতে পরিণত হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক মনীষা মুখোপাধ্যায়ের

অন্তর্ধান ঘোর লাল জমানার শিক্ষা দুর্নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দিয়ে প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়ামের রমরমা বাড়ানোর সঙ্গেও সিপিএম নেতাদের দুর্নীতির যোগ স্পষ্ট হয়েছিল অতীতে। ত্রিপুরাতেও বাম আমলের শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতিতে চাকরি হারাতে হয়েছে ১০,৩২৩ জন ছাত্রছাত্রীকে। এহেন শিক্ষা-চোররা কিনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তাদের মুখে ঝামা ঘষে দিল রাজ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই পরীক্ষা।

মঞ্চ প্রস্তুত করে কুশীলবরা বেশ ঢাক গুড় গুড় করছিল। পুজোর বেশ কদিন আগেই ওদের অতৃপ্ত আত্মারা 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন' এর টিউনিংয়ে মেতে উঠেছিল। এটাই তো ওদের প্রকৃতি। অবয়বে মানুষ হলেও অমানুষ বা অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মতো বিষাদ আর নেতিবাচকতায় ভরপুর। টিভি চ্যানেলের 'জনপ্রিয়' খাপ পঞ্চায়েতে হঠাৎ যাত্রার বিয়োগান্তক সুর ভেসে আসছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে প্রতিপন্ন কজন সাজানো ভাঁড় তো রীতিমতো কুম্ভীরাশ্রু করছিল। মোটের ওপর এতদিনের সাজানো চিত্রনাট্য অনুযায়ী বাঘের সামনে ছাগল ঝুলিয়ে গাছের ওপর মাচা করে পজিশনটজিশন নেওয়াও কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের সত্তা ছেড়ে একেকজন যেন বীর শিকারি জিম করবেট।

এমতাবস্থায়, মানে প্রতিকূল পিচে এত নির্বিঘ্নে ম্যাচ মানে পরীক্ষা সম্পন্ন হল যে তাদের মাথায় পড়ল বাজ! মগডালের সাজানো মাচা থেকে সব হলদে-সবুজ ওরাংউটাংরা হল চিৎপটাং।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন কোন পরীক্ষার কথা বলছি। এসএসসির যে পরীক্ষা নিয়ে দুনিয়ার প্রোপাগান্ডাকারীরা রে-রে করে নেমে পড়েছিল কাক-চিল-সহ যাবতীয় পক্ষীকূল তাদের সেই চাঁদপানা মুখে জোর পটি করে দিয়েছে। এতটা নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হয়েছে যে অহেতুক হেডলাইন বানানোর তাগিদ থাকা গদি মিডিয়া গো-হারান হেরেছে। অন্যদিকে, টিভি খুললে যে চ্যানেলের চিল-চিৎকারে কোনও বাড়িতে কাকপক্ষী বসতে পারে না, সেখানেও শ্মশানের নিস্তব্ধতা। প্রিয়জন বিয়োগের এ যে বড় ব্যথা। যে রাজ্যে থাকি, যার সব পরিষেবা চেটেপুটে খাই তার গুণ গাওয়া যে স্বভাববিরুদ্ধ। ওই দিল্লির দানবরা রেগে যাবে যে! অগত্যা ছলের যেমন খলের অভাব হয় না, তেমনই নতুন করে প্যাঁচপয়জারে নেমে পড়া। এই তো জীবন কালীদা। যে ডালে (পড়ুন রাজ্যে) বসে সেই ডালটাই কাটি কালিদাসের মতো আহাম্মকের অহংকারে। ঘরশত্রু বিভীষণ হতে হবে তো। কিংবা মিরজাফর। গৈরিক গোয়েবলসরা তো নিদান দিয়েই রেখেছে 'সুনার বঙ্গাল' দখল করতে হবে। সেজন্য আপাত কমেডিয়ানকে হিরো সাজালেও চাপ নেই। প্রতিবেশী দেশের হিরো আলমের মতো কেস আর কী! কেস না বলে জন্ডিস বলাই ভাল। তা বলাবাহুল্য, এত আয়োজন হইল পণ্ড। পন্ড বা পুকুরে ফের নাকানিচোবানি খেতে হল বেইমান বাঙালি বিদ্বেষীদের। ঘরের শত্রুদের তো আরও নাজেহাল অবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নযজ্ঞ তো রাজ্য-দেশের গণ্ডি ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চ তথা রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বীকৃতি পেয়েছে বারংবার। প্রশাসনের প্রধান হিসেবে কতটা দক্ষতার সঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা তাঁর রাজ্যে সম্পাদিত হয় তাও ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন বিজেপি-আরএসএসের ঢক্কানিনাদ করা গোমূর্খদের। বস্তুত, সারা দেশের নিরিখে এভাবে এসএসএসির পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়াও বিশাল ব্যাপার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের অনিয়ন্ত্রিত গতির বলি এক ছাত্র। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার সংগ্রামপুর তেঁতুলিয়া রোডের গোল্লা মোড়ের ঘটনা। রাস্তার উপর ছাত্রের মৃতদেহ রেখে রাস্তা অবরোধ, পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়

বাংলায় বন্ধ কেন ১০০ দিনের কাজ
কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইল পিএসি

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও বাংলার প্রাপ্য টাকা দেয়নি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। বাংলার বকেয়া তো দেয়ইনি, উপরন্তু একশো দিনের কাজও বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। চার বছর ধরে কোনও বরাদ্দ করা হয়নি। কোন অজুহাতে প্রাপ্য আটকে রেখেছে কেন্দ্র, সেই প্রশ্ন এবার ছুঁড়ে দিল সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বা পিএসি।

বাংলায় ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ। কিন্তু গুজরাতে ৭১ কোটি টাকার দুর্নীতি ধরা পড়ার পরও বন্ধ হয়নি টাকা। এখন প্রশ্ন, মোদি সরকার দ্বিচারিতা চালিয়েই যাচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টের পর শেষ পর্যন্ত সরব হতে হল সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিকেও। তারপরও ভ্রুক্ষেপহীন কেন্দ্রীয় সরকার। আমরা বাংলার মানুষের ন্যায্য শ্রমের প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে ফেরত চাই। চাই অবিলম্বে শুরু হোক একশো দিনের কাজ।

এ-প্রসঙ্গে তৃণমূলের আরও প্রশ্ন, গুজরাতের মন্ত্রীর ছেলে ১০০ দিনের কাজে ৭১ কোটি টাকার

দুর্নীতির দায়ে জেলে গিয়েছে। তারপর ওই রাজ্যে ক'টা দল গিয়েছে? পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির পর কীভাবে টাকা পাচ্ছে ডবল ইঞ্জিন গুজরাত? আর বাংলায় মাত্র ৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার কাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই জায়গায় বাংলা ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে ফেরত দিয়েছে। ৭৮ জন আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারপরও বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র। ন্যায্য প্রাপ্য বন্ধ করে রেখে দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সৌগত রায়-সহ অন্য সদস্যরা। ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও। বৈঠকে কেন্দ্রের সচিব পর্যায়ের আধিকারিকরা কোনও প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি। তৃণমূল ছাড়াও কমিটির একাধিক সদস্যও প্রশ্ন তুললেন বাংলার টাকা আটকে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে। শেষে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মোদি সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে বাংলার ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে মোদি সরকার। এই প্রকল্পেই আগের বকেয়া-সহ বর্তমানে প্রাপ্য পৌঁছেছে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকায়। কলকাতা হাইকোর্ট ১ অগাস্ট থেকে কাজ চালুর নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন্দ্রের মোদি সরকার নীরব। শীর্ষ আদালতেও এই মর্মে ভর্ৎসিত হয় কেন্দ্র।

সেনা-সভায় কেন রাজনীতি
গদ্দারকে ভর্ৎসনা কোর্টের

প্রতিবেদন : প্রাক্তন সেনা জওয়ানদের প্রতিবাদ সভায় কেন গদ্দার অধিকারী! রাজনীতির রং লেগেছিল সেনা-সভায়। বিভিন্ন মহলে উঠেছিল প্রশ্ন। এবার তাঁকে সতর্ক করল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য জানায়, সেনা-সভায় গদ্দার অধিকারী-সহ অনেক নেতা যায়। এরপরই প্রাক্তন সেনাকর্মীদের আইনজীবীকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় আদালত। কেন সেনাদের সভায় রাজনৈতিক নেতা? সেনাদের আইনজীবী জানান, রাজনৈতিক নেতারা এসেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা থাকতে পারবেন না জানতে পেরেই চলে যান। তা শুনে বিচারপতি বলেন, আপনারাই বলেছিলেন সবাই অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী। আপনাদের আর্মি ইস্যু ছিল অ্যাজেন্ডা। তাহলে রাজনৈতিক নেতারা এলেন কেন? কড়া সমালোচনা করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

তিনি বলেন, আদালতের সঙ্গে কথার জাগলারি করলে সমস্যা। আদালত এই মুহূর্তে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ভবিষ্যতে কঠোর পদক্ষেপ নেবে রং না দেখেই। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি দিয়ে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, সেখানে বিজেপির কোনও নেতা ওই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আড়াইশো জন সদস্য নিয়ে শর্তসাপেক্ষে সভার অনুমতি দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

■ 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি আজ অনুষ্ঠিত হল ৯১ নং ওয়ার্ডের বোসপুকুর অঞ্চলে।

গ্রামীণ শিল্পীদের তৈরি সামগ্রীতে পুজোর অর্থনীতিতে নবজোয়ার

প্রতিবেদন : ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুর্গাপুজোকে অন্যতম হাতিয়ার করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোগুলিকে অনুদান দেওয়া থেকে শুরু করে কার্নিভাল, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে এক নতুন অধ্যায়, তা হল পুজো অর্থনীতি। যার অঙ্ক আজ কয়েক হাজার কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। সেই ভাবনাকে সামনে রেখে কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে শুক্রবার থেকে শুরু হল প্রথম পুজোর মেলা। আয়োজক বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বা বিএনসিসিআই। শুক্রবার মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ ও অশোক বণিক-সহ বণিকসভার শীর্ষকর্তারা। মেলায় রাজ্যের ১৬টি জেলা থেকে ৭২টি স্টল রয়েছে। মেলায় পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি তাঁদের তৈরি সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে। কী নেই মেলায়! শাড়ি, জামাকাপড় থেকে শুরু করে হাতের কাজ, পোশাক-আশাক, গহনা, ঘর সাজানোর সামগ্রী, নানা ধরনের বেডশিট, জৈব চাল, মাশরুম, পটচিত্র, কাপডিশ-সহ বিভিন্ন সামগ্রী। পুজোর মুখে এই মেলা আয়োজন করার জন্য বণিকসভার কর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ডাঃ শশী পাঁজা বলেন, এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাঁরা যেসব সামগ্রী নিয়ে এখানে এসেছেন সেসব তো কলকাতায় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মেলার দৌলতে আমরা এখন এসব কলকাতায় বসেই পেয়ে যাচ্ছি। এর জন্য আমাদের আর গ্রামে যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও ঠিক এটাই ভেবেছিলেন। গ্রাম এবং শহর এখানে এসে মিলে যাচ্ছে। এর ফলে গ্রামের শিল্পীরাও একটা বাজার পেয়ে যাচ্ছেন তাঁদের তৈরি সামগ্রী বিক্রি ও বিপণনের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী এজন্য এমএসএমইকে এত গুরুত্ব দেন। তাঁর

■ বিএনসিসিআই-এর পুজোর মেলায় ডাঃ শশী পাঁজা, কুণাল ঘোষ, অশোক বণিক, ঋত্বিক দাস প্রমুখ। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে শুক্রবার।

ভাবনার ফলেই আজ গ্রামের শিল্পীরা রাজ্যের রাজধানীতে বসে নিজেদের সামগ্রী বিক্রি করতে পারছেন। কুণাল ঘোষ পুজোর মুখে আয়োজিত এই মেলায় সবাইকে আসার আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই মেলার আয়োজন করেছে বিএনসিসিআই। কিন্তু এটার খুব দরকার ছিল। যখন কলকাতাবাসী পুজোর বাজার শুরু করতে চলেছে, ঠিক তখন সারা বাংলার শিল্পীদের নিয়ে এই মেলার আয়োজন করে বিএনসিসিআই বড় কাজ করেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর ফোকাস বড়-মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি ছোট, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে জোর দেওয়া। গ্রামের মা-বোনেদের তৈরি শিল্প সামগ্রীগুলিকে একটা জায়গায় নিয়ে আসা এবং তাঁদের পণ্যের বাজারকে আরও ছড়িয়ে দেওয়াটাই এই সরকারের লক্ষ্য। তার ফলে বাংলার শিল্প, বাঙালির শিল্প— হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মেলায় আসতে উৎসাহী হচ্ছে। উদ্বোধনের পর মেলার স্টলগুলি ঘুরেও দেখেন ডাঃ শশী পাঁজা ও কুণাল ঘোষ।

মাদ্রাসার গ্রুপ ডি পদে ২৯৫ নিয়োগ

প্রতিবেদন : রাজ্যের সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে গ্রুপ-ডি পদে ২৯৫ জনকে নিয়োগ করেছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। এক প্রেস বিবৃতিতে রাজ্যের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১০ সালে। প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষাও হয়েছিল। কিন্তু আইনগত জটিলতাসহ একাধিক কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় ১৫ বছর ধরে আটকে ছিল। অবশেষে গত বছর সেপ্টেম্বরে ফের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। এতে ৭৩ হাজার ৯৭৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন। লিখিত পরীক্ষায় সফলদের পরে ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এবং চূড়ান্ত মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপই সঠিক নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও উল্লেখ করেছে যে পুরো প্রক্রিয়া আইনসম্মত ও যথাযথ।

কোয়ার্টার পেতে পোর্টালে আবেদন

প্রতিবেদন : সরকারি আবাসনের কোয়ার্টার পেতে হলে এবার থেকে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে হবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের। আবাসন দফতর ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে, অফলাইনে আর কোনও আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

সরকারি কর্মীরা এখন থেকে rhe.gov.wb.in পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। এতদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে, অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে অফলাইনে আবেদন জমা দিতে হত। কোয়ার্টার পাওয়া গেলে আর এইচআরএ বা হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স দাবি করা যায় না। সরকারি কর্মীদের ভ্রমণ ভাতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নতুন সুবিধা দিয়েছে। অর্থ দফতর বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, লিভ ট্রাভেল কনসেশন (এলটিসি) এবং হোম ট্রাভেল কনসেশন (এইচটিসি) নেওয়ার ক্ষেত্রে সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

অবৈধ খাদান : কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

প্রতিবেদন : অবৈধ বালিখাদান ও পাথরখাদান নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। বেআইনি ভাবে বালি তোলা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। ওই বৈঠকে তিনি বেআইনি খাদান বন্ধ করার জন্য জেলা প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বালিখাদান থেকে বালি তোলার জন্য রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। বালিখাদান, পাথরখাদান সরকারের কাছ থেকে নিয়ম মেনে লিজ নিতে হয়। সরকারের দেওয়া নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে খাদানগুলি থেকে বালি বা পাথর তুলতে হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ম না মেনে খাদানগুলো থেকে বালি-পাথর বেআইনিভাবে রাতের অন্ধকারে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যসচিব বলেন, প্রয়োজনে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এই বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে নজরদারি ছাড়াও পুলিশের সাহায্য নিয়ে অভিযান চালাতে হবে। বালি ও পাথর-পাচার রোখার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। জেলাশাসকদের পাশাপাশি মাইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকেও সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যসচিব। খাদানগুলির কারণে রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে, প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় রেড রোডে দুর্ঘটনা। বাইক ও চারচাকা গাড়ির সংঘর্ষে জখম ২। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়

পুজোর আগে শহরে নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে তৎপর রাজ্য প্রশাসন

প্রতিবেদন : পুজোর আগে শহরের সেতু ও রাস্তাঘাট মেরামত এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় জোর দিয়েছে প্রশাসন। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেতুর সংস্কার শেষ হয়েছে। ইএম বাইপাসের ঢালাই ব্রিজ সম্প্রসারণ ও ৪ নম্বর ব্রিজের কাজ শেষ হওয়ার পর এবার শুরু হয়েছে শিয়ালদহ উড়ালপুলের মেরামতির কাজ।

টানা বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত শিয়ালদহ উড়ালপুলের উপরে বিটুমিনাস ম্যাক্যাডামের ৫০ মিমি স্তর বসানো হচ্ছে। তার উপর আরও একটি ২৫ মিমি পুরু ম্যাস্টিক স্তর দেওয়া হবে। কেএমডিএ-র আশা, সোমবারের মধ্যেই এই কাজ শেষ হয়ে যাবে। শুধু শিয়ালদহ নয়, শহরের আরও কয়েকটি

উড়ালপুলের সারাইও সম্পন্ন হয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার কাছে মা সারদামণি সেতুর দক্ষিণমুখী অ্যাপ্রোচ র‍্যাম্প, জিরাট ব্রিজ, জীবনানন্দ সেতু এবং বাঘাযতীন রেল ওভারব্রিজের সংস্কারকাজ শেষ হয়েছে। একইসঙ্গে উড়ালপুলগুলির রেলিংয়ে নতুন রঙের প্রলেপও দেওয়া হচ্ছে।

হাওড়াতেও চলছে রাস্তাঘাট সংস্কার। দু'চাকার যানবাহনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠা বেনারস রোড ও বেলিলিয়াস রোডের মেরামতির কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। অন্যদিকে, নাগরিকদের কেনাকাটা ও প্যান্ডেল হপিং সহজ করতে পরিবহণ দফতর চালু করতে চলেছে 'শপিং স্পেশ্যাল' বাস পরিষেবা। পুজোর আগে প্রায় ১৫ দিন ধরে শনিবার, রবিবার-সহ ছুটির দিনে দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে এই পরিষেবা। পাশাপাশি পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত বিশেষ নাইট বাসও নামানো হবে। সেতু সংস্কার ও অতিরিক্ত বাস পরিষেবার ফলে উৎসবের দিনগুলোতে শহরবাসীর যাতায়াত নির্বিঘ্ন হবে।

নদীতে ভেসেল দুর্ঘটনা ও দূষণরোধে পরিকল্পনা

প্রতিবেদন : সমুদ্রে বা নদীতে তেলবহনকারী ভেসেল দুর্ঘটনা রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই দুর্ঘটনায় যাতে ভয়াবহ জলদূষণ না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই তৈরি হচ্ছে একটি বিশেষ অয়েল স্পিল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ শুক্রবার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সঙ্গে বৈঠক একথা জানান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এজন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছেন। মুখ্যসচিব সেই কমিটির প্রধান। পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, সেচ, পরিবহণ, স্বরাষ্ট্র ও পরিবেশ দফতরের সচিবরাও থাকছেন এই কমিটিতে। উপকূলরক্ষীবাহিনী ও বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। তেল বহনকারী জাহাজ দুর্ঘটনার ফলে যদি তেল নদী বা সমুদ্রে মিশে যায়, তাহলে ভয়াবহ জলদূষণ হয়। তাই দুর্ঘটনার মুহূর্তে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে এবং দূষণ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে পরিকল্পনা জরুরি।

বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ওড়াল তৃণমূল

প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার গুলশন কলোনির একটি ঘটনার সিসি ক্যামেরার ছবি শুক্রবারই সংবাদমাধ্যমে এসেছে। তারপরই এই নিয়ে শোরগোল। ঘটনা নিয়ে পোস্ট করেন বিরোধী দলনেতা। এই নিয়ে বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ পত্রপাঠ উড়িয়ে দিল তৃণমূল। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, এটা কোনও সংগঠিত অপরাধ নয়। এটা নেহাতই কোনও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কীভাবে হল, কারা করল। পরিকল্পিত কোনও চিত্রনাট্য কি না, সেগুলি পুলিশ, প্রশাসন তদন্ত করে দেখছে। যেটা ভালো, সেটা ভালো। যেটা খারাপ ঘটনা, সেটা খারাপ ঘটনা। কোথাও কোনও খারাপ ঘটনা ঘটলে আমাদের দল তাকে সমর্থন করে না। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে, তারপর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় নেতা ও জনপ্রতিনিধি যাঁরা আছেন, তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন। এই নিয়ে গদ্দার অধিকারীর পোস্টকে তীব্র আক্রমণ করে কুণাল বলেন, উনি মাঝেমধ্যেই নানারকম পোস্ট করেন। পরে দেখা যায় সেগুলি মিথ্যে নয়তো ভিত্তিহীন। তাই এসবের ওপর দাঁড়িয়ে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

এসএসসি প্রস্তুতি

প্রতিবেদন : আগামী রবিবার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য ফের পরীক্ষা নেবে এসএসসি। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেবেন। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে সার্বিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। বৈঠকে জেলা প্রশাসনকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরিবহণ যাতে স্বাভাবিক থাকে, তার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে। আগের পরীক্ষার মতোই তল্লাশির ব্যবস্থা থাকবে।

দ্রুত নিষ্পত্তি

প্রতিবেদন : 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে জমা পড়া আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি করবে রাজ্য সরকার। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলাশাসকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন। মুখ্যসচিব স্পষ্ট নির্দেশ দেন, যেসব এলাকায় ইতিমধ্যেই এই শিবির হয়েছে, সেখানে উঠে আসা সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করতে হবে।

■ **হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বিদায় সংবর্ধনা। বিচারপতির হাতে স্মারক তুলে দেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। ছিলেন বিচারপতি সুজয় পাল, বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী-সহ হাইকোর্টের আরও ২০ জন বিচারপতি। ছিলেন টিএস শিবজ্ঞানমের স্ত্রী ডঃ কে শিবজ্ঞানমও।**

সিবিআইকে প্রকাশ্যে আক্রমণ

প্রতিবেদন: প্রকাশ্যে আদালত চত্বরে সিবিআইয়ের আইনজীবী ও তদন্তকারী অফিসারকে আক্রমণ আরজি করে মৃতার মায়ের। তিনি বলেন, এই হচ্ছে শয়তান, এই হচ্ছে মেন কালপ্রিট। শিয়ালদহ আদালতের বাইরে সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক সীমা পাহুজার দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করতে থাকেন মৃতার মা। সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার ও আইনজীবী এই আক্রমণে হতবাক। যদিও সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক, আইনজীবীরা পালটা কোনও মন্তব্য করেননি বলেই খবর। শুক্রবার শিয়ালদহ আদালতে আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুন মামলায় ষষ্ঠ স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন নিযাতিতার মা-বাবা। শুনানির শেষে তদন্তকারী আধিকারিক সীমা পাহুজা ও অন্য আধিকারিকরা। তখনই ঘটনা ঘটে।

অর্জুনের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযোগ

সংবাদদাতা, বারাসত: নেপালের পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে রাজ্য ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য মন্তব্য করেন অর্জুন সিং। এবার সেই মন্তব্যই কাল হল তাঁর জন্য। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ল পুলিশের কাছে। বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। এবার বারাসত থানাতেও অর্জুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন বারাসত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা তৃণমূল নেতা দেবব্রত পাল। দেবব্রত পাল বলেন, অর্জুন সিং যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত কুরুচিকর ও নিন্দনীয়। তাঁর অভিযোগ, অর্জুনের মন্তব্যের মধ্যে পরোক্ষভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে। আগামী দিনে আমরাও দলগতভাবে রাজনৈতিক ভাবে অর্জুনকে পরাস্ত করব।

■ **স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার ১৩২তম বর্ষপূর্তি উদযাপনকে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দ কলেজ এবং বিবেকানন্দ ব্রাদারহুড অ্যান্ড ইউথ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে 'স্বামী বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক গৌতম ঘোষ, তথ্যচিত্র পরিচালক শিলা দত্ত এবং অনুপ রায়চৌধুরী প্রমুখ।**

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজ্যে প্রথম তাঁতবস্ত্র মেলা

সংবাদদাতা, বারাসাত: এই প্রথম কোনও জেলায় শুরু হল তাঁতবস্ত্র মেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় শুরু হল 'তাঁতবস্ত্র মেলা ২০২৫'। চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। উত্তর ২৪ জেলা সদর বারাসাতের প্যারীচরণ সরকার সরকারি উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই মেলার উদ্বোধন করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন সহসভাধিপতি বীণা মণ্ডল, কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী, জাহানারা বিবি, হালিমা বিবি, পুরপ্রধান নিমাই

■ **তাঁতবস্ত্র মেলা ২০২৫-এর উদ্বোধনে নারায়ণ গোস্বামী, বীণা মণ্ডল প্রমুখ।**

ঘোষ, জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, মহকুমা শাসক সোমা দাস, আধিকারিক সন্দীপ নাথ-সহ অন্যান্যরা। তাঁত শিল্পীদের উৎসাহিত ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যে জেলায় প্রথম এই ধরনের মেলার সূচনা হল।

মেলার আয়োজনে উত্তর ২৪ পরগনার উন্নয়ন (হস্ততাঁত) দফতর। এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা হচ্ছে এই মেলা। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণ খোলা থাকবে। মেলায় মোট ২৯টি স্টল হয়েছে। শাড়ি, বিভিন্ন ধরনের পোশাক-সহ নানান ধরনের জিনিস পাওয়া যাচ্ছে মেলায়। দামের ভিন্নতাও রয়েছে। ২৫০ টাকা থেকে ২৫-৩০ হাজার টাকার শাড়ি মেলায় বিক্রির জন্য আনা হয়েছে। প্রথমদিন থেকেই মেলায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

■ **পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও আইএফএ-র সহযোগিতায় আইএফএ ফুটবল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স কোচিং অ্যাকাডেমি বর্ধমান-এর উদ্বোধন হল শুক্রবার। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সাংসদ কীর্তি আজাদ, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার অতনু ভট্টাচার্য, দীপেন্দু বিশ্বাস-সহ অন্যরা।**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অবশেষে স্বস্তি ফিরল জলঢাকা আলতাডাঙা চা-বাগান এলাকায়। খাঁচাবন্দি হল চা-বাগানের ত্রাস চিতাবাঘ। গত কয়েকদিন ধরে স্থানীয়দের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল চিতাবাঘটি

আমার বাংলা

13 September, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় দিল্লিতে পুরস্কৃত জলদাপাড়ার বনকর্তা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বন্যপ্রাণ সুরক্ষায় পুরস্কৃত হলেন জলদাপাড়া বনবিভাগের ডিএফও প্রবীণ কাসওয়ান। বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় তাঁর অবদানের জন্য 'ইকো-ওয়ারিয়র' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওই পুরস্কারটি তাঁকে দেওয়া হয় বুধবার দিল্লিতে।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে দীর্ঘ সময় ধরে বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন প্রবীণ কাসোয়ান। তিনি বিভাগীয় বনাধিকারিক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর থেকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে একটিও গন্ডার হত্যার ঘটনা ঘটেনি। এর পাশাপাশি বেশ কিছু গন্ডার শাবক ও হস্তিশাবক তাঁর নেতৃত্বে উদ্ধার করে জলদাপাড়া জাতীয়

■ প্রবীণ কাসওয়ানের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শংসাপত্র।

উদ্যানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বন দফতর কুখ্যাত চোরাশিকারি রিকোচ নার্জিনারিকে গ্রেফতার করেছে। এর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বন্যপ্রাণ আইন লঙ্ঘনকারীকে আইনের আওতায় এনে সাজাও দেওয়া হয়েছে।

শুধু বন্যপ্রাণ রক্ষাই নয়, জীব বৈচিত্রে ভরপুর বক্সা ও জলদাপাড়ায় বন সংরক্ষণে আসামান্য অবদান রেখেছেন তিনি। এবছর সারা দেশ থেকে ৮০ জন আইএফএস আধিকারিকের নাম পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত হয়, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র পুরস্কার পান প্রবীণ কাসওয়ান। পুরস্কার হাতে নিয়ে বনকর্তা প্রবীণ কাসওয়ান জানান, যে কোনও পুরস্কার দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়। আমরা জলদাপাড়ার সমস্ত বনকর্মী একযোগে কাজ করেছি বলেই এই পুরস্কার। আগামী দিনে আরও ভাল কাজ করার প্রেরণা পেলাম।

সিকিমে ভূমিধসে মৃত চার উদ্ধার শিশু-সহ ২ মহিলা

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : সিকিমে ফের ভূমিধস। শুক্রবার সকালে পশ্চিম সিকিমের রিম্বি এলাকার ইয়াংথাঙে ধসের কারণে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়দের তৎপরতায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে জীবিত অবস্থায় একটি ছ'মাসের শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। দু'জন মহিলাকেও উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা গুরুতর। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। নিখোঁজ এখনও কয়েকজন। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি-অভিযান শুরু করেছে উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় সূত্রে খবর, ধসটি উপর দিক থেকে নেমে এসে একটি বাড়িকে কাদামাটি এবং পাথরে ঢেকে দেয়। বাড়ির ভিতরে আটকে পড়েন পরিবারের সদস্যেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং সশস্ত্র সীমান্ত বলের (এসএসবি) সদস্যেরা। উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়েরাও। ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় দুই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। অপরজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। পুলিশ সুপারের কথায়, পাহাড়ি দুর্গম এলাকা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বারবার উদ্ধারকার্যে ব্যাঘাত ঘটছে। প্রসঙ্গত, পশ্চিম সিকিমে টানা বৃষ্টি চলছে। অতিবৃষ্টির ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বৃষ্টির কারণে হিউম নদী প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। ফলে দুর্ঘটনাস্থল সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গত এপ্রিল এবং জুনে পরপর ভূমিধসে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল উত্তর সিকিম। বহু পর্যটক আটকে পড়েন ধসের কারণে।

■ ধসে ভেঙেছে রাস্তা। তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী সেতু।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ৫৬১ পুজো কমিটি পেল অনুদান

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো পুজোর অনুদান দেওয়া শুরু হয়েছে উদ্যোক্তাদের। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৫৬১টি দুর্গাপুজো

■ পুজোর অনুদান পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন উদ্যোক্তারা।

কমিটিকে সরকারি অনুদান দিল জেলা প্রশাসন। এদিন বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনিক ভবনের বালুছায়া সভাগৃহে শারদীয়া উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে এক সমন্বয় সভায় জেলার বিভিন্ন সরকারি নথিভুক্ত ক্লাব/পুজো কমিটিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। জেলার ৫৬১টি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পুজো কমিটি এদিনের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল-সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরা। সেখানেই চেকের জাম্বো প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের হাতে। সরকারি এই অনুদান বেশ কিছু মাঝারি ও ছোট পুজো কমিটির পুজোতে আর্থিকভাবে সাহায্য করবে বলে জানান এদিনের অনুষ্ঠানে আসা এক মহিলা পুজো কমিটির সদস্যা। পাশাপাশি সরকারি এই অনুদান পেয়ে খুশি বলেও জানান তিনি। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, জেলায় ৫৬১টি পুজো কমিটিকে সরকারি অনুদান দেওয়া হবে। এদিন কিছু দেওয়া হয়েছে, বাদবাকি বিভিন্ন থানার মাধ্যমে দেওয়া হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, দুর্গাপুজো একটি উৎসবের মতো। তিনি প্রতিটি কমিটিকে সরকারি গাইডলাইন মেনে চলতে অনুরোধ করেন যাতে জেলায় এই উৎসব নির্বিঘ্নে পালিত হয়।

নেপাল থেকে ফিরছেন কৃতীরা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : অশান্ত নেপাল থেকে রাজ্যের বাসিন্দাদের ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। প্রশাসনের উদ্যোগে অবশেষে উৎকণ্ঠার সময় কাটিয়ে নেপালের কাঠমান্ডু থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভারতের বিহার রাজ্যে পৌঁছলেন এই রাজ্যের আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা মণিহার তালুকদার ও তাঁর সঙ্গীরা। নেপালে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর এক

■ আলিপুরদুয়ারের মণিহার ও তাঁর সঙ্গীরা।

সেমিনারে যোগ দিতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলার বারোবিশার বাসিন্দা মণিহার তালুকদার। সে মেঘালয়ের উমিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডির ছাত্রী। তাঁর সঙ্গে এই রাজ্যের আরও দুই ও ত্রিপুরার এক পিএইচডি স্কলারও ছিলেন। যেদিন তাঁদের সেমিনার শেষ করে ফিরে আসবার কথা ছিল, সেদিনই কাঠমান্ডুতে শুরু হয় সরকার বিরোধী আন্দোলন। আন্দোলনের তীব্রতায় সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা বাড়ি ফিরতে গিয়েও, ফিরতে পারে না। আটকে পড়ে কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরের পাশের হোটেলে। এই খবরে তাঁর পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তবে শুক্রবার পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক হলে, হোটেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জন্য একটি গাড়ি ভাড়া করে দেয়। ১২ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে, সকাল দশটায় কাঠমান্ডু থেকে রওনা দিয়ে বিকেল চারটায় বিহারের রক্সৌল সীমান্তে পৌঁছয়।

শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে ৫ ট্রাক্টর

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই মর্মে পুজোর আগেই শহরে নামানো হল ৫ ট্রাক্টর। শুক্রবার এই ট্রাক্টরগুলির সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পরিষদ মানিক দে সহ অন্যরা। মেয়র গৌতম দেব জানান, ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই ট্রাক্টরগুলি কেনা হয়েছে। মূলত পূজার আগে শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেই তাঁদের এই উদ্যোগ।

ফেরানো শুরু রাজ্যবাসীদের

(প্রথম পাতার পর)

উমিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডির ছাত্রী। ইতিমধ্যেই বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি দার্জিলিংয়ের আশপাশের এলাকার বহু বাসিন্দা ফিরেছেন। রাজ্যের উদ্যোগে নেপালে আটকে থাকা বাসিন্দাদের জন্য চালু করা হয়েছে হেল্পলাইনও। ওই নম্বরগুলিতে বহু কল আসছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। পুলিশের বিশেষ ক্যাম্প সবসময় নজরদারি চালাচ্ছে। নেপালের সীমান্ত পেরিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ফিরে আসা বাসিন্দারা।

৫০০ বছরের ইতিহাস আঁকড়ে দুর্গা আরধনায় মাতে রাধিকাপুর

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রান্তিক গ্রাম রাধিকাপুর। দেশভাগের স্মৃতি বুকে নিয়ে এখানেই হয়ে আসছে প্রায় পাঁচশো বছর প্রাচীন উদগ্রামের দুর্গাপুজো। একটা সময় পুজোর আগে অবিভক্ত বাংলার মানুষরা একসাথে পুজোয় আনন্দে মেতে উঠতেন। পুজোর চারদিন দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজনরা ভিড় করত উদগ্রামে। যদিও এখন কাঁটাতার ভাগ করেছে বাংলাকে। চাইলেই ছুটে মণ্ডপে আসতে পারবে না ওই বাংলার মানুষ। প্রায় পাঁচশো বছর আগে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার জমিদার জগদীশচন্দ্র রায় বাহাদুর এই গ্রামে পুজোর প্রচলন শুরু করেছিলেন। জমিদার বাড়িতে দেবী আবাহনের সময় কামান দাগা হত। সেই শব্দ শোনার পরই মাতৃ আবাহনের সূচনা হত উদগ্রামে।

তখন পুজোর জৌলুসই ছিল আলাদা। হাজার হাজার গ্রামবাসী এই পুজোর আনন্দে মেতে উঠতেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দুই ভাগে বিভক্ত সোনার বাংলায় পুজোর জৌলুস হারাল। আজও প্রতিবছর এই পুজোর আয়োজন করেন গ্রামবাসীরা। জন্মাষ্টমীর দিন পুরনো প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। সেই কাঠামোতেই নতুন করে মাটির প্রলেপ দিয়ে মৃন্ময়ী মা-এর পুজো হয়। পুজোর চারদিন মুখোশ নাচ ও চণ্ডীগান আয়োজিত হয়। বসে মেলাও। গ্রামের লোকেদের বিশ্বাস, গ্রামের মেয়েদের এই মন্দিরে বিয়ে দিলে সংসার জীবন সুখের হয়। মন্দিরের নামে বেশকিছু জমি রয়েছে গ্রামে। জমিতে ফসল উৎপাদন করে তা বিক্রি করে পুজোর খরচ করা হয়। পুজোয় কোনও চাঁদা তোলা হয় না। দূর-দুরান্তের বহু মানুষ আজও পুজোর সময় এই গ্রামে আসেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আসেন ওপার বাংলার মানুষও।

লাল সতর্কতা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : একনাগাড়ে বৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে তিস্তা। শুক্রবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফতর। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। জলঢাকা নদীর পার্শ্ববর্তী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ফ্লাড কন্ট্রোল রুম থেকে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে।

আমার বাংলা
13 September, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্যই বাংলার অর্থনীতি আজ এত চাঙ্গা : চন্দ্রিমা

■ ঝাড়গ্রামের ডিএম হলে কর্মিসভায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শুক্রবার।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্যই বাংলার অর্থনীতি আজ এত চাঙ্গা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের ডিএম হলে জেলা মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মিসভায় আরও একবার জানালেন মন্ত্রী তথা রাজ্য মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বললেন, বাংলার জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে বাংলার লক্ষ্মীদের হাতে টাকা দিয়েছেন বলেই এখানে অর্থনীতি আজ এত চাঙ্গা। যখন সারা দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তখন বাংলায় বাজার ঊর্ধ্বগামী হয়েছে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্যেই। আরবিআই-ও যার প্রশংসা করেছে। সভায় আসা মহিলাদের কাছে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের জন্য নতুন স্লোগান— 'মহিলাদের শক্তিই মূল, দিদির তৈরি তৃণমূল।' এই স্লোগান ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান চন্দ্রিমা। বলেন, অন্য রাজ্য তৃণমূলকে অনুসরণ করছে। অন্য দেশ নারীদের অধিকারের জন্য নারীদিবস পালন করে আর বাংলায় নারীদের অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে বাংলায় নারীদিবস পালন করা হয়। বাংলা ভাষার ওপর সন্ত্রাস নিয়ে প্রতিবাদ চলছে। চন্দ্রিমার কথায়, গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের সভার প্যান্ডেল খুলতে কেন্দ্র সরকার ন্যক্কারজনকভাবে সেনাদের ব্যবহার করেছে।

এসআইআর নিয়েও গর্জে উঠলেন তিনি। বাংলার একজন বৈধ ভোটারকেও বাদ দিতে দেওয়া হবে না। এটা তৃণমূলের অঙ্গীকার। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহিলা-পুরুষ সকলে মিলেই দলকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানালেন। সেই সঙ্গে বলেন, দলের কর্মীরা দলের সম্পদ, তাই দলের কর্মীরা না থাকলে এই মঞ্চ হত না। এটা চন্দ্রিমার ১৫তম কর্মিসভা বলেও তিনি জানান। সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল সভাপতি বিধায়ক দুলাল মুর্মু, বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী নিয়তি মাহাতো, রানি সরেন, কুনামি হাঁসদা, মামণি মুর্মু প্রমুখ।

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর শহর তৃণমূলের উদ্যোগে শহিদ গৌতম চৌবের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে খড়্গপুর শহরে মশাল মিছিল করল খড়্গপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেস। ছিলেন খড়্গপুরের তৃণমূল নেতা তথা বর্তমান কাউন্সিলর প্রদীপ সরকার, জওহর পাল প্রমুখ। মিছিলের পর সভাও হয়।

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল রাজ কলেজের ৬০তম বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভূঁইয়া, মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস প্রমুখ।

ভাষাসন্ত্রাসে অন্ধ্রে খুন বাংলার শ্রমিক

প্রতিবেদন : বাংলা বলার অপরাধে বিজেপি-প্রভাবিত রাজ্যে কুপিয়ে খুন করা হল বাংলার এক শ্রমিককে। বিশাখাপত্তনমে নিহত শ্রমিক নদিয়ার তেহট্টের বাসিন্দা। নাম রাজু তালুকদার। প্রায় পাঁচ মাস আগে ভাই ও এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে কাজে যান। মোবাইল চুরির অজুহাত দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় তাঁকে। ভিনরাজ্যে বাংলার শ্রমিক নিগ্রহে রাজ্য জুড়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। তৃণমূলের সোশ্যাল সাইটেও ধিক্কার জানিয়ে পোস্ট করা হয়েছে, এটা শুধু একটা অপরাধ নয়, এটি ভাষাসন্ত্রাসের চরমতম রূপ, যা বিজেপি এবং তাদের জোটসঙ্গীরা নিয়মিত উসকে দিচ্ছে। যখন রাজনীতি মানুষকে আলাদা করে দেয়, তখন সেই বঞ্চনাই তাদের ওপর হিংসা চালানোর অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। আটক, দেশছাড়া করা আর কাগজে-কলমে মুছে দেওয়া এগুলোই ছিল প্রথম ধাপ। আজ দিনের আলোয় বাঙালিদের খুন করা হচ্ছে। এটা রাজনীতির নৈতিকতার ভাঙন, যেখান থেকে হিংসার জন্ম হয়। আর যে-ই এটাকে 'আইন-শৃঙ্খলা' বলে ঢাকতে চায়, সেও অপরাধে জড়িত। এই রক্তক্ষয় বৃথা যাবে না। বাংলার মানুষ তার জবাব দেবে ভোটবাক্সে এবং জনগণের আদালতে।

কাঁসাইয়ে তৈরি হচ্ছে পাকা সেতু

সংবাদদাতা, ডেবরা : ডেবরা থেকে দাসপুর, কেশপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ও মেদিনীপুরে অল্প সময়ে পৌঁছতে দুবরাজপুরে কাঁসাই নদীর ওপর সেতু তৈরিতে উদ্যোগী হল রাজ্য। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ১ নং ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দুবরাজপুরের কাঁসাই নদীঘাট। এই নদীঘাটে বর্ষাকালে চলে নৌকো। সারা বছর পাকাপোক্ত বাঁশের সাঁকো থাকে। তার উপর দিয়েই মোটরবাইক, ছোট চার চাকার গাড়ি এবং হাজারও মানুষ যাতায়াত করে। এবার সেখানে পাকা সেতু তৈরির উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। তার জন্য দুই দিকের যে পরিমাণ জমি লাগবে তার ৮০-৯০ শতাংশ জমিদাতা জমি দিতে চেয়ে জেলাশাসককে চিঠি লিখেছিলেন। যেটুকু জটিলতা ছিল, বৃহস্পতিবার সেই সমস্ত জমিদাতার সঙ্গে বাড়ি গিয়ে কথা বলেন ডেবরার বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ি, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদলচন্দ্র মণ্ডল, জয়েন্ট বিডিও দেবাশিস বিশ্বাস, কর্মাধ্যক্ষ সৌমেন ঘোষ, সেচ এসও, ডেবরা বিএলআর প্রমুখ। জমিমালিকদের সঙ্গে ইতিবাচক কথা হয়েছে। ইতিমধ্যেই খরচের হিসাব তৈরি। জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি জানান, ব্রিজ তৈরিতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। জায়গা চিহ্নিত হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ জমি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমরা চাই দ্রুততার সঙ্গে যা যা করণীয় করে উচ্চপর্যায়ে পাঠাব। অনুমোদন এবং টাকা এলেই কাজ শুরু হবে।

নদিয়ার ফুলিয়াবাসী পেল সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের অন্তর্গত ফুলিয়াকে বাংলার মানুষ চেনে তাঁতশিল্পের জন্য। সেই ফুলিয়ার চটকাতলার মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের। তাঁরা বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের কাছে তদ্বির করে এসেছেন। অবশেষে তাঁদের স্বপ্নপূরণ হল। রাজ্য সরকার ও মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য আর্থিক বরাদ্দ হয়েছিল। এই নতুন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মিলবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা। মূলত শান্তিপুর ব্লকের বেলঘড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা ফুলিয়া চটকাতলার মানুষকে ছোটখাটো শারীরিক সমস্যায় ছুটতে হত শান্তিপুরে। সেই সমস্যা এবার মিটল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী জানালেন। ছিলেন বিডিও সন্দীপ ঘোষ ও সরকারি আধিকারিক ও রাজনৈতিক নেতারা। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে প্রাথমিকভাবে আছেন দুই আধিকারিক ও চার আশাকর্মী। হাতের কাছে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পাওয়ায় খুশির হাওয়া এলাকাবাসীর মনে।

■ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার শ্রম কমিশন অফিসে বসে আলোচনার পর শ্রমিকদের বকেয়া বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। শ্রমিকরা যা ন্যায্য বোনাস সেটাই পাবেন। আইএনটিটিইউসি কোর কমিটির সদস্য রাজেশ কোনার জানান, আইএনটিটিইউসি শ্রমিকদের পাশে থেকে শ্রমিকবন্ধব ও শিল্পবান্ধব পরিবেশ বজায় রেখে কাজ করছে, আগামী দিনেও সেটাই করবে।

ইছাপুর আনন্দমঠে থিম প্রবাহিণী

■ ইছাপুর আনন্দমঠ হরিসভা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ৭৭তম বর্ষের থিম 'প্রবাহিণী'। রূপায়ণে বাবু দত্ত, নারায়ণ দাস, শুভেন্দু সরকার। তিন কর্তা বাবন দে, অর্ক সমাদ্দার ও শুভম সরকার জানালেন, প্রবাহিণী মানে সেই শক্তি, সেই নারী, যিনি স্রোতের মতো সমস্ত বাধা পেরিয়ে বহমান। এক চেতনা। ইতিমধ্যে থিম সং প্রকাশিত হয়েছে। পুজোর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক মঞ্জু বসু, বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম এবং দেবরাজ চক্রবর্তী।

পাথরখাদানে ধস, মৃত ছয়

সংবাদদাতা, নলহাটি : পাথরখাদানে ধসের জেরে মৃত্যু হল ছয় শ্রমিকের। বীরভূমের নলহাটি থানার বাহাদুরপুর গ্রামে। এক মৃত ব্যক্তির আত্মীয় জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুর দেড়টা নাগাদ তাঁদের কাছে খবর আসে, ওই পাথরখাদানে ধস নেমেছে, তাতে তাঁর মামাতো ভাই পাথরের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন। এরপর নলহাটি থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেয় ময়নাতদন্তের জন্য। বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ছয়জন মারা গিয়েছেন। দু'জন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই পাথরখাদানটির মালিক জনৈক ভুলু ঘোষ। দুর্ঘটনার পরই তিনি পলাতক। তাঁর খোঁজে পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। মৃত শ্রমিকদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

13 September, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

পথ নিরাপত্তার বার্তা দিতে শুক্রবার দুর্গাপুরের মুচিপাড়ায় বিধাননগর ফাঁড়ির উদ্যোগে ২৫০ শিশু, মহিলা, পথচলতিদের হেলমেট বিলি করলেন আইসি মিহির দে, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সুবীর রায় প্রমুখ

পরস্ত্রীকে নিয়ে উধাও বিজেপি নেতা, সুরক্ষিত নন মেয়েরা : বিধায়ক

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে এক ব্যক্তির স্ত্রীকে নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠল জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার সুতি কেন্দ্রের ৩ নম্বর বিজেপি মণ্ডল সভাপতি সোমনাথ দাসের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন সোমনাথের স্ত্রী সুতির মহেসাইল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য মৌমিতা দাস। দলের মণ্ডল সভাপতির এই কাজকে 'ব্যক্তিগত' বলে এড়িয়ে যান জঙ্গিপুর সংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি সুবল ঘোষ। অভিযুক্ত মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে সুতি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন যে মহিলাকে নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামী ক্ষুদিরাম দাসও। প্রসঙ্গত, মৌমিতা দাসের সঙ্গে প্রায় ৮ বছর আগে বিয়ে হয় সোমনাথের। তাঁদের দুটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই মুরালীপুকুর গ্রামের বাসিন্দা ক্ষুদিরাম দাসের স্ত্রী রাজেশ্বরী ওরফে প্রিয়াঙ্কা দাসের সঙ্গে সোমনাথের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, আগেও প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে দুবার বাড়ি ছেড়ে পালান অভিযুক্ত সোমনাথ। গ্রামের কিছু লোকের মধ্যস্থতায় দুজনেই বাড়ি ফেরে। অভিযুক্তের স্ত্রী মৌমিতা বলেন, ৮ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়। কিন্তু গত ৪ বছর আমার স্বামী বাবা-মায়ের থেকে পণ আনার জন্য নিয়মিত শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করত। পণ এনে দিতে না পারায় গত জুলাইয়ের ১০ তারিখ প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে ঘর ছাড়ে স্বামী। এখন সে আমার সঙ্গে থাকে না। ওই মহিলাকে নিয়ে দফাহাটে ভাড়া বাড়িতে থাকে। একবার সেখানে যাওয়ায় চোর অপবাদ দিয়ে আমাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এখন অন্য বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকি। অন্যদিকে 'নিখোঁজ' প্রিয়াঙ্কার স্বামী ক্ষুদিরাম বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সোমনাথের নেতৃত্বে আমরা এলাকায় কাজ করেছি। সেই সময় আমার পরিবারের সঙ্গে সখ্যতা হয়। আর সেই সুযোগে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বাড়িতে ৬ বছরের সন্তানকে রেখে আমার স্ত্রী আগেও দুবার সোমনাথের সঙ্গে পালিয়েছিল। গ্রামের লোকেদের মধ্যস্থতায় ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। ফের পালিয়েছে। এদিকে বিজেপি নেতার এই কাণ্ডে সুতির তৃণমূল বিধায়ক ইমানি বিশ্বাসের মন্তব্য, যার যা স্বভাব-চরিত্র, সেইমতোই কাজ করেছে। ওদের জন্য এখন বাড়ির মহিলারাও সুরক্ষিত নন।

রাম-বামে প্রকাশ্যে অনাস্থা জানিয়ে দল ছেড়ে তৃণমূলে সিউড়ির ২৫০ পরিবার

সংবাদদাতা, বীরভূম : মাত্র কয়েক মাস বাকি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। কিন্তু তার আগেই সিপিএম-বিজেপির উপর অনাস্থা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রেখে রাম-বাম ছেড়ে সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিল ২৫০ পরিবার। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক। সিউড়ি ১ ব্লকের ভুরকুনা অঞ্চলের কচুজোর, সংগ্রামপুর, হরিশপুর, বেলডাঙা, বনকাটি গ্রামের এই ২৫০ পরিবার সিদ্ধান্ত নেয়, কোনওভাবেই সিপিএম-বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকা যাবে না।

■ বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা নিচ্ছেন দলে নবাগতরা।

তারা স্পষ্ট জানায়, গত বিধানসভা নির্বাচনে জিতে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সবটাই পালন করেছেন। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কখনওই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেননি। বিরোধী নেতাদের বাড়ির মহিলারাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পেয়েছেন। বিজেপি একেবারেই অকর্মণ্য একটি রাজনৈতিক দল। আপদে-বিপদে পাশে পাওয়া যায় না। বিজেপির জেলার নেতারা নিচুতলার কর্মীদের আন্দোলনের মুখে ঠেলে দিয়ে শুধু বক্তব্য রাখতে আসে। রাজ্য সরকারের ঘোষিত কর্মসূচির প্রথমে সমালোচনা করে পরে সেই কর্মসূচিকেই নকল করে বিজেপি। নকলনবিশ এই দলে থাকতে আমরা নারাজ। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক জনমুখী প্রকল্পে ভরসা ও আস্থা রাখছি। তৃণমূল সরকারের উন্নয়ন শুধু মুখে নয়, বাস্তবেই সুবিধা পাচ্ছে মানুষ। বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, আমরা জানি মানুষকে কীভাবে কাছে টানতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মানুষের পাশে থাকার পথ দেখিয়েছেন সেই পথে হেঁটেই মানুষের কাছে তাঁর জনমুখী প্রকল্পগুলো পৌঁছে দিয়েছি। প্রতিনিয়ত মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে পেরেছি বলেই আজ দিকে দিকে বিরোধী দলগুলো ছেড়ে বহু মানুষ তৃণমূলে যুক্ত হচ্ছে।

বিধায়ককে জানাতে মিটল সমস্যা ৮ দিনেই সেচ দফতর বসাল পাম্প

সংবাদদাতা, ডেবরা : প্রায় ৮ দিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ৮ গোলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খাজুরিতে জনসংযোগে গেলে ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীরকে কাছে পেয়ে এলাকাবাসী জানান, প্রতি বছর বৃষ্টি ও বন্যায় তাঁদের জমির ধান ডুবে যায়। এবার বন্যা না হলেও টানা বৃষ্টির ফলে তাঁদের চাষের ধান জমিতে জল জমে যায়। তাই কয়েকটি পাম্প বসিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা বিধায়কের কাছে দাবি জানান। যে পাম্প দিয়ে জমা জল ক্যানেলে নিয়ে ফেলা যাবে। সেইমতো ৮ দিনের মাথাতেই সেচ দফতরের উদ্যোগে পাম্প পেলেন এলাকাবাসী। প্রথম পর্যায়ে তিনটি বড় পাম্প দেওয়া হচ্ছে। এতে ডেবরা ব্লকের ১১টি মৌজার জল পাম্পের সাহায্যে ক্যানেলে ফেলা যাবে। বর্তমানে বিহারীচক এলাকায় বসল পাম্প। বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীরকে জানিয়েই এভাবে উপকৃত হয়েছেন বলে জানান এলাকার মানুষজন।

■ বিধায়কের উপস্থিতিতে চালু হল পাম্প।

শুক্রবার বিধায়কের উপস্থিতিতেই পাম্প চালু করা হয়। ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সিতেশ ধাড়া, এলাকার প্রধান ছায়া সিং, ৭ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুলক সামই, পঞ্চায়েত সদস্য অর্জুন সাউ, অরুণ সামন্ত-সহ অন্যরা। পাম্প পেয়ে খুশি এলাকার চাষিরা আরও কয়েকটি পাম্প লাগবে বলে জানিয়েছেন। পাম্পগুলি স্থায়ীভাবে বসালে তাঁরা উপকৃত হবেন বলে জানান।

রাজ্যের উদ্যোগে শুরু ঘরে ফেরা

নেপাল থেকে বাঁকুড়ার গ্রামে ৯ পরিযায়ী শ্রমিক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : নেপালের সাম্প্রতিক অশান্তি থেকে কার্ফু জারির কারণে বেশ কয়েকদিন বীরগঞ্জ, কাঠমাণ্ডুর কারখানায় কার্যত গৃহবন্দি থাকার পর শেষ পর্যন্ত শুক্রবার বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ এলাকার গ্রামের বাড়ি ফিরে এলেন ৯ পরিযায়ী শ্রমিক। প্রসঙ্গত, একসময় বিখ্যাত ছিল বাঁকুড়া জেলার কাঁসার বাসন শিল্প। কিন্তু নানা কারণে গত কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে ম্লান হতে হতে এই শিল্প আজ প্রায় ধুঁকছে। আর এই শিল্পের দক্ষ শ্রমিকেরা এখন পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে অনেকেই কাজ নিয়ে চলে যান নেপালের বীরগঞ্জ, কাঠমান্ডু-সহ বিভিন্ন এলাকার কাঁসার বাসন তৈরির কারখানায়। হঠাৎই নেপালের রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে সে দেশের সাম্প্রতিক অশান্তিতে সেখানেই আটকে পড়েন বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধ ব্লকের মলিয়ান, সিমলাপাল ব্লকের

■ ঘরে ফেরার পথে হিড়বাঁধের পরিযায়ী শ্রমিকেরা। শুক্রবার।

লক্ষ্মীসাগর-সহ বিভিন্ন এলাকার কয়েকশো পরিযায়ী শ্রমিক। নেপালের অশান্তি ও কার্ফুর জেরে তাঁরা সেখানকার কারখানাগুলিতেই কার্যত কদিন বন্দি হয়ে ছিলেন। ভারতীয়দের দেশে ফেরার জন্য দৈনিক কয়েক ঘণ্টা কার্ফু শিথিল হতেই তাঁদের কেউ কেউ হেঁটে, আবার কেউ বাড়তি টাকা খরচ করে গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। বীরগঞ্জ থেকে অনেকে পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছান বিহারের রক্সৌলে। সেখান থেকে রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ি ফিরে আসতে সক্ষম হন ট্রেনে। শুক্রবার এভাবেই বাঁকুড়ার গ্রামে নিজেদের বাড়ি ফিরে আসেন হীড়বাঁধের ৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক। গত কয়েকদিনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর এভাবে নিরাপদে নিজেদের গ্রামে ফিরতে পেরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি তাঁরা। দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছেন এঁদের পরিবারের সদস্যরাও।

শুরু পুনরুদ্ধার, দিঘায় বসছে ৫০ হাজার ম্যানগ্রোভ

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

এক সময় দিঘা মোহনার সমুদ্র উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ম্যানগ্রোভে পূর্ণ ছিল। তার মধ্য দিয়েই সমুদ্রের জোয়ারভাটা খেলা করত। কিন্তু গত কয়েক বছরে বেশ কটি ঘূর্ণিঝড়ের পর সেই ম্যানগ্রোভের বেশিটাই নষ্ট হয়ে যায়। দিঘায় এসে এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপকূল রক্ষার্থে ম্যানগ্রোভ রোপণে জোর দিতে বলেছিলেন বন বিভাগকে। সেইমতো শুরু হল মোট ১০ হেক্টর জমির প্রতি হেক্টরে পাঁচ হাজার ম্যানগ্রোভ রোপণের টার্গেট নিয়ে কাজ। শুক্রবার প্রথম দিনেই প্রায় এক হাজার ম্যানগ্রোভ রোপণ

করা হয়। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে দিঘা মোহনা সমুদ্র উপকূলে প্রায় ৫০ হাজার ম্যানগ্রোভ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন দফতর। শুক্রবারের কর্মসূচিতে ছিলেন কাঁথির মহকুমা শাসক প্রতীক অশোক ধুমাল, জেলা বনাধিকারিক অর্ণব সেনগুপ্ত, কাঁথির রেঞ্জ অফিসার অতুলপ্রসাদ দে-সহ অন্যরা। ৫০ হাজারের মধ্যে থাকছে কাঁকড়া, কালো বাইন, সাদা বাইন-সহ বিভিন্ন ধরনের ম্যানগ্রোভ। দিঘা উপকূলে এই প্রথম বন দফতরের তরফে গোলপাতাও লাগানো হচ্ছে। এটি ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সৌন্দর্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে। জেলা বনাধিকারিক অর্ণব সেনগুপ্ত বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নষ্ট হয়ে যায় ম্যানগ্রোভ। তার পুনরুদ্ধারে প্রায় ৫০ হাজার ম্যানগ্রোভ গাছ পোঁতা হবে ডিসেম্বরের মধ্যেই।

আমার বাংলা
13 September, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সমাধান রাস্তার, জ্বলছে আলো, ৩০ শিবিরেই রায়গঞ্জের ভোলবদল

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। এক মাসে ১ কোটি। ক্যাম্প শুরু হওয়ার মাত্র একমাসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই স্বপ্নের প্রকল্প এক কোটি মানুষকে ছুঁয়ে ফেলেছে। মানুষই বলছেন তাঁদের পাড়ায়-গ্রামে-অঞ্চলে-বুথে তাঁরা কী চান! মিলছে সমাধান। ক্যাম্পে সরকারি আধিকারিক-স্থানীয় তৃণমুল জনপ্রতিনিধি-নেতৃত্ব হাজির থেকে সাহায্য করছেন মানুষকে। জাগোবাংলার প্রতিনিধিরাও হাজির ক্যাম্পগুলিতে। খুশি বাংলার মানুষ। কী বলছেন তাঁরা? জানাচ্ছেন রায়গঞ্জের প্রতিনিধি **অপরাজিতা জোয়ারদার**

■ **শিবির সংখ্যা:** রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকায় ইতিমধ্যেই হয়েছে প্রায় ৩০টি ক্যাম্প।

■ **স্থানীয়দের দাবি:** রাস্তা, পানীয় জল, রাস্তার আলো, শহর জুড়ে সিসিটিভি বসানো, শহরের আবর্জনা পরিষ্কার।

মন দিয়ে সেসব সমস্যা শুনেছেন। জেলাশাসক, জেলার মন্ত্রী, বিধায়করা আসছেন শিবিরে। আসছেন অবজারভাররাও। সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেছেন। সঙ্গে কিছু বড় কাজ থাকলে তা নির্দিষ্ট দফতরে

■ **শুনছেন সমস্যা :** সরকারি আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, পুর-প্রশাসক, কো-অর্ডিনেটররা, পুর-আধিকারিকরা

আবেদন করা হচ্ছে। সকাল থেকে রায়গঞ্জ পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে সকাল থেকেই ভিড় জমান বাসিন্দারা। পুর প্রশাসক, কো-অর্ডিনেটরদের নিজেদের সমস্যার কথা বলেন। কো-অর্ডিনেটররাও যথাযথ সময় দিয়ে শোনেন প্রত্যেকের সমস্যার কথা। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রভু পাসমান রাস্তা মেরামতির আবেদন করেন। অপরদিকে রাজেশ সেনগুপ্ত ইলেক্ট্রিক পোল সরানোর আবেদন জানান। এছাড়াও কালভার্ট, নর্দমার স্ল্যাব-সহ নানা ছোট সমস্যার

কথাও জানাচ্ছেন অনেকে।

■ **সমাধান :** পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস জানান, শিবিরগুলি থেকে সমস্যা শুনে তা নথিভুক্ত করা হচ্ছে। কিছু কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যে সকল রাস্তায় আলোর সমস্যা ছিল সেখানে লাগানো হচ্ছে এলইডি লাইট। পরবর্তীতে বাকি কাজগুলোও করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ-সহ যেকোনও সমস্যার কথা

বলা যাবে। আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান প্রকল্পে তিনটি বুথ নিয়ে শিবির করা হচ্ছে। দুয়ারে সরকারের শিবিরের মাধ্যমে মেধাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, তফসিলি জাতি এবং আদিবাসী শংসাপত্র, বাংলার বাড়ি-সহ সব প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে। ১০ লক্ষ বরাদ্দে যদি কোনও কাজ সম্ভব না হয়, তার বাইরেও সমস্যা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। আর্বান ডেভলপমেন্ট-এর মিটিংয়ে যাতে বড় কাজের অর্থ বরাদ্দ করা যায় তার চিন্তাভাবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছে পুরপ্রশাসক।

ডাকাতি-কাণ্ডে গ্রেফতার ৪

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ডাকাতি-কাণ্ডে উত্তরপ্রদেশ, বিহারের যোগ আগেই সন্দেহ করেছিল পুলিশ। শিলিগুড়ির সোনার দোকানে ডাকাতি-কাণ্ডে আরও চার দুষ্কৃতীকে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকেই গ্রেফতার করা হল। ঘটনা গত ২২ জুনের। হিলকার্ট রোডের বিধান জুয়েলারিতে সশস্ত্র অবস্থায় ১২-১৩ জনের একটি ডাকাত দল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ডাকাতির ঘটনা ঘটায়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১১ কোটি টাকার হীরা, সোনা-সহ মূল্যবান সামগ্রী লুট করে। ঘটনার তদন্তে নেমে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে রোহিত কুমার সিং, শুভম কুমার, অলোক কুমার, ও রজনী কুমারকে। এর মধ্যে তিনজনকে বিহারে বৈশালী জেলা ও বাকি একজনকে ইউপি থেকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হয় ৫৫ গ্রাম সোনা ও ৩২ হাজার টাকা।

তৃণমূলে যোগ

■ দলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিজেপি ছাড়লেন মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের রুইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। শুক্রবার তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে মৃত্যু

■ নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাঙ্কের গর্তে পড়ে মৃত্যু হল ৪ বছরের শিশু মিত ওরাওঁয়ের। আলিপুরদুয়ারের দমনপুর এলাকার ঘটনা। শিশুটিকে ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে রেখে কাজে গিয়েছিলেন বাবা-মা। সকালে পাশের বাড়ির শিশুর সঙ্গে খেলছিল মিত। সেই সময়েই সেপটিক ট্যাঙ্কের গর্তের জমা জলে সে পড়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়।

ছেলেকে খুনে গ্রেফতার বাবা

■ পারিবারিক বিবাদে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি চা-বাগানে বাবা মঙ্গল কাশ্যপের হাতে ছেলে বিয়াস খুন। বৃহস্পতিবার রাতে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। মঙ্গল রান্নাঘর থেকে ছুরি নিয়ে এসে ছেলের বুকে চালিয়ে দেয়। প্রতিবেশীরা বিয়াসকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। গ্রেফতার মঙ্গল।

প্রথম বাংলায় বাড়ির নকশা

(প্রথম পাতার পর) সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত আধিকারিকদের হাততালি ও 'জয় বাংলা' স্লোগানে গর্জে ওঠে পুরসভার কনফারেন্স রুম। এদিন ৬৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত বোসপুকুর রোডের একটি বাড়ির নকশা বাংলায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মহানাগরিক স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাড়ির নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে এবার আমরা বাংলা ভাষাকেও গুরুত্ব দেব। মানুষ চাইলেই বাংলা ভাষায় নকশা জমা দিতে পারেন। দ্রুত অনুমোদন পাবেন। যদিও অন্য ভাষাকে কোনওভাবেই ব্রাত্য করা হবে না। যাঁরা বাংলা বোঝেন না, তাঁরা ইংরেজিতে নকশা জমা দেবেন। রেফারেন্সটা বাংলাতেই লিখে রাখা হবে। তবে মেয়রের আবেদন, বাংলায় বসবাস করেন যখন, তখন বাংলাতেই নকশা জমা দিন। অন্যদিকে, সাইনবোর্ডে বাংলায় নাম লেখার ক্ষেত্রে ৩০ সেপ্টেম্বরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে পুরসভা। সেই নিয়ে মেয়র জানিয়েছেন, উৎসবের মধ্যেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে। এইসময় ব্যবসায়ীরা বিকিকিনিতে ব্যস্ত থাকেন। তাই কালীপুজোর পর পুরসভার তরফে ইন্সপেকশন শুরু হবে।

প্রতিবাদে টিএমসিপি

(প্রথম পাতার পর)

আদালতে গিয়েছিলাম। আদালতের নির্দেশের পরেও যাদবপুরের সমস্ত জায়গায় সিসিটিভি বসানো যায়নি। ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে। এ-জিনিস চলতে পারে না। দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে দিনের পর দিন অরাজকতা চলবে আর মানুষ চুপ করে বসে থাকবে তা হতে পারে না! শুক্রবার সন্ধ্যায় এই ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে এইট-বি বাসস্ট্যান্ড থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। টিএমসিপি রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, আমরা গোটা বিষয়টি রাজ্যপালকে জানাব এবং তাঁর কাছে জানতে চাইব যাদবপুরে যা হচ্ছে তাতে তাঁর মতামত কী! প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল যুব সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য ছাত্র নেতৃত্ব। তাঁরা সহ উপাচার্যের ঘরে গিয়ে ডেপুটেশন দেন। গোটা ঘটনার নিন্দা করেছে ওয়েবকুপাও।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, যেকোনও মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। যাদবপুরের ঘটনা খুবই মর্মান্তিক। খারাপ ঘটনা। কেন হয়েছে, কীভাবে হয়েছে সেটা পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করছে। এখন যে বা যাঁরা কোনও জায়গার কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করেন এবার তাঁরা বলুন, সেখানে কেন সর্বত্র সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে না? সিসি ক্যামেরা বসাতে গেলে মানছি না-মানব না বলা হয়। আর কোনও কোনও জায়গায় সিসি ক্যামেরা হলেই বিপ্লবীদের গায়ে লেগে যায়। এটা হতে পারে না। এই মুহূর্তে মৃত্যু নিয়ে মন্তব্য করব না কারণ এটার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই। এই মেয়েটির মৃত্যুতে এবার রাত জাগা হবে না? যারা সিসি ক্যামেরা বসতে দেব না বলে লাফালাফি করেন তা হুজ্জুতি করতে যান তাঁদের তো এবার কৈফিয়ত দিতে হবে। এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। সিসি ক্যামেরা থাকলে অনেক জল্পনা এড়ানো যায়। সমাধান হয়।

যাদবপুরে এই মুহূর্তে যাঁরা প্রশাসন চালাচ্ছেন তাঁরাও প্রকারান্তর স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁদের ব্যর্থতা। কিন্তু ময়নাতদন্তের পর যদি দেখা যায় এই ঘটনা হত্যা তবে নিশ্চিতভাবেই ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেবে।

২ ছাত্রের বচসায় চলল ছুরি

(প্রথম পাতার পর)

তাহলে মেট্রোয় সাধারণের নিরাপত্তা কোথায়?

শুক্রবার দুপুরে শ্যামবাজার স্টেশন থেকে মেট্রোয় উঠে দক্ষিণেশ্বরে নামে বাগবাজার হাইস্কুলের কয়েকজন পড়ুয়া। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, ছাত্রদের মধ্যে ক্রমাগত হিন্দিতে ঝগড়া চলছিল। প্রাথমিকভাবে যাত্রীরা সেই বচসা থামালেও দুপুর আড়াইটে নাগাদ দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে নেমে ফের তর্কাতর্কিতে জড়ায় তারা। স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে শুরু হয় হাতাহাতি। অভিযোগ, বচসার মধ্যেই হঠাৎ ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে মনোজিৎ যাদবের পেটে চালিয়ে দেয় 'বন্ধু' রানা সিং। আহতকে প্রথমে সাগর দত্ত হাসপাতালে, তারপর বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পথেই মৃত্যু হয় নাবালক স্কুল ছাত্রের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (সাউথ) অনুপম সিং-সহ দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশবাহিনী। মৃতের ৩ সহপাঠীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদেই মূল অভিযুক্ত রানার খোঁজ পায় পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভোটচুরি বন্ধ না করলে নেপালের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ভারতেও। হুঁশিয়ারি দিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। তাঁর বক্তব্য, ভোটচুরি যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে

দিল্লি দরবার

13 September 2025 • Saturday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

তীব্র নিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রোটোকল ভাঙা হল উপরাষ্ট্রপতির শপথে

নয়াদিল্লি: এমন অদ্ভুত ঘটনা আগে ঘটেছে কি? নিশ্চিতভাবেই না। অথচ উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে শুক্রবার দৃষ্টিকটুভাবে ভাঙা হল প্রোটোকল। রীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি যেখানে উপস্থিত থাকেন সেখানে ঘোষণা করা হয় শুধুমাত্র তাঁর অনুষ্ঠানে বা সভাস্থলে প্রবেশের কথাই। কিন্তু সেই প্রোটোকলের তোয়াক্কাই করা হল না এদিনের অনুষ্ঠানে। সকাল ১০টায় মোদি আসার কথা ঘোষণা করা হল যাবতীয় রীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। অথচ স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রোটোকল ভাঙার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর বক্তব্য, সাধারণত রাষ্ট্রপতি সভাস্থলে বা অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার পর ঘোষণা করা হয় তাঁর নামই। তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ান সকলে। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এ কী হল?

এদিন উপরাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিরোধী নেতাদের প্রতি দেখানো হল না যথাযথ সম্মান। রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তৃণমুল কংগ্রেস-সহ বাকি বিরোধী দলের লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদদের জায়গা হয়েছে একেবারে পঞ্চম সারিতে। কেবলমাত্র কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা দ্বিতীয় সারিতে বসেছিলেন। অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সাংসদরা প্রথম কয়েকটি সারিতে বসেন। যা দেখে এদিনের শপথ অনুষ্ঠান বিজেপি শো বলেই মনে হয়েছে বিরোধীদের। রাজ্যসভার ফ্লোর লিডারদের কফির আমন্ত্রণেও এদিন যায়নি তৃণমূল। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের এতদিন খোঁজ না পাওয়া গেলেও এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রথম জনসমক্ষে দেখা গেল তাঁকে।

দু'দশক পরেও কেন শুরু হয়নি তদন্ত? তীব্র ভর্ৎসনা পুলিশকে

সিবিআই কর্তারাও তদন্তের বাইরে নয় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: সিবিআই আধিকারিকরা যে তদন্তের আওতার বাইরে নয়, তা স্পষ্ট করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, তদন্তকারী আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কখনও কখনও তদন্ত হওয়া উচিত। এতে সার্বিক ব্যবস্থার উপরে অক্ষুণ্ণ থাকে মানুষের আস্থা। দু'দশকের পুরনো একটি মামলায় শীর্ষ আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, প্রশাসনের উপর মানুষের আস্থা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই যাঁরা তদন্ত করেন, তাঁদেরও এখন তদন্তের আওতায় আনা জরুরি। প্রাক্তন পুলিশ কর্তা তথা সিবিআই আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের সংক্রান্ত এই মামলাটির শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পঙ্কজ মিথল এবং বিচারপতি পি বি ভারালের বেঞ্চে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ বুঝিয়ে দিয়েছে, শুধু সুবিচার দিলেই হবে না। আইনব্যবস্থা যে কাজ করছে, মানুষ যেন তা বুঝতে পারে ঘটনাপ্রবাহ দেখে। সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, ২০০১ সালে অভিযোগ ওঠার পরে দু'দশকেরও বেশি সময় কেটে গেলেও কেন তদন্ত শুরু হয়নি এখনও? অভিযুক্ত হিসেবে সিবিআই আধিকারিকরা থাকার কারণেই পুলিশ এফআইআরে গড়িমসি করেছে বলে মনে করছে

শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ। সেই কারণে পুলিশকে ভর্ৎসনাও করেছে আদালত।

ঠিক কী ঘটেছিল? কীসের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের এই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ? ২০০১ সালে তথ্য লোপাট এবং ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছিল সিল্লির প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর নীরজ কুমারের বিরুদ্ধে। ওই মামলাতেই নাম জড়িয়েছিল আর এক সিবিআই আধিকারিক বিনোদ কুমার পাণ্ডের। ২০০৬ সালে দিল্লি হাইকোর্ট দু'জনের নামে এফআইআরের নির্দেশ দিলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন দুই সিবিআই আধিকারিক। কিন্তু ২০১৯ সালে সেই মামলা খারিজ হয়ে যায় আদালতে। তারপরেই সুপ্রিম কোর্টে যান ওই দুই আধিকারিক। কিন্তু দুই বিচারপতির বেঞ্চেও খারিজ হয়ে যায় তাঁদের আর্জি। দু'জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, অনেক পুরনো মামলা। সম্ভব হলে তদন্ত শেষ করতে হবে ৩ মাসের মধ্যেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বা তার থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিকের নেতৃত্বে তদন্ত করবে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল।

লক্ষণীয়, অনেক ঘটনাতেই সিবিআই তথা কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর তদন্তে ঘোরতর সংশয় প্রকাশ করছে সাধারণ মানুষ। দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশ করছে অনাস্থাও। বিশেষ করে ভোটের আগে এজেন্সির যুক্তিহীন অতিসক্রিয়তা জন্ম দেয় গভীর রহস্যের। অভিযোগ ওঠে রাজনৈতিক পক্ষপাতের। দাবির সঙ্গে চার্জশিটের সন্দেহজনক ফারাক, তদন্তে অযৌক্তিক দীর্ঘসূত্রিতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে বারবার। এবিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট ইঙ্গিত, এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ক্রমশই পরিণত হচ্ছে একটা প্রবণতায়। কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলোর প্রতি শীর্ষ আদালতের এই কড়া বার্তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

চাকা ছাড়াই উড়ল বিমান

আমেদাবাদ: অবাক কাণ্ড! এতবড় বিভ্রাট, অথচ হুঁশ নেই কারও। চাকা পড়ে রইল রানওয়েতে। ওই অবস্থাতেই যাত্রীদের নিয়ে আকাশে উড়ল বিমান। শুক্রবারের ঘটনা। গুজরাতের কান্ডলা থেকে মুম্বইগামী স্পাইসজেটের বিমান টেক অফ করার পরেই রানওয়েতে খুলে পড়ে যায় বিমানের একটি চাকা। আশ্চর্যের বিষয়, বিমানটি ওই অবস্থাতেই পৌঁছে যায় মুম্বইয়ে। বিমানবন্দরে অবতরণ করে নিরাপদেই।

বোমাতঙ্ক দিল্লি-বম্বে হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, মুম্বই: একই দিনে কিছুক্ষণের ব্যবধানে দিল্লি ও বম্বে হাইকোর্টে বোমাতঙ্ক। শুক্রবার সকালেই বোমাতঙ্ক ছড়ায় দিল্লি হাইকোর্টে। দুপুরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বম্বে আইকোর্টে। ই-মেলে হুমকি বার্তা, বোমা রাখা আছে

আদালত চত্বরে। যেকোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। সিকিউরিটি অফিসাররা প্রধান বিচারপতিকে সতর্ক করামাত্রই আদালতের সমস্ত শুনানি স্থগিত করার নির্দেশ দেন তিনি। আইনজীবীদের ঘরও খালি করে দেওয়া হয়। বিচারপতিদের অন্য গেট দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিরাপদ স্থানে। দিল্লি হাইকোর্টেও সব বেঞ্চের শুনানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, কানিমোঝি থেভিডিয়া নামে এক ই-মেল আইডি থেকে পাঠানো হয়েছে হুমকি বার্তা। ডগ স্কোয়াড এবং বম্ব স্কোয়াড দীর্ঘক্ষণ ধরে চালায় তল্লাশি। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় দু'টি হাইকোর্টই।

ভিডিও-তরজা

পাটনা: প্রধানমন্ত্রীর মাকে অবমাননা করার অভিযোগে ফের তরজা শুরু হল কংগ্রেস আর বিজেপির মধ্যে। এর আগে বিহারের দ্বারভাঙায় কংগ্রেসের একটি মঞ্চ থেকে মোদির মায়ের নামে কুকথা অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। এবার বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা এআই প্রযুক্তিতে তৈরি ৩৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে তীব্র বিতর্ক। কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে বিজেপি।

দু'বছর পরে হুঁশ ফিরল মোদির? কটাক্ষ তৃণমূলের

কলকাতা: দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে বেলাগাম খুনখারাপি। চুপ নরেন্দ্র মোদি। মহিলাদের বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানো। চুপ নরেন্দ্র মোদি। হিংসার জেরে গোটা মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। নাক গলালেন না প্রধানমন্ত্রী। অবশেষে দু'বছর পর হুঁশ ফিরেছে। শনিবার অশান্ত মণিপুরে পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন এত দেরিতে মণিপুর যাওয়ার কথা মনে পড়ল দেশের প্রধানমন্ত্রীর, প্রশ্ন বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। ২০২৩ সালে যখন কুকি ও মেইতেই — দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আগুন ছড়িয়েছিল মণিপুরে, সেখানে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছিলেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। কিন্তু তৎকালীন বিজেপি প্রশাসন সেই অনুমতি দেয়নি। বিরোধীদের ঢুকতে না বাধা দিলেও বিজেপি নিজেও যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনও চেষ্টাই করেনি মণিপুরে, তা দেশের প্রধানমন্ত্রীর চালচলনেই স্পষ্ট। দীর্ঘ দু'বছরের অশান্তির পর যখন কিছুটা ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে মণিপুর, তখন ভ্রমণে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

লক্ষণীয়, চূড়াচাঁদপুরে প্রকল্পের উদ্বোধন ছাড়া অশান্ত এলাকায় আর কোনও পরিকল্পনা নেই মোদির। দলীয় সভা তিনি করবেন রাজধানীর ইম্ফলে। অর্থাৎ এবারেও মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না মণিপুরের অশান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের। তবে মোদির এই সফরকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, দু'বছর ধরে মণিপুর জ্বলছে। নারী নির্যাতন, এত মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি, বেনজির। তাই প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন সেটা বড় কথা নয়। প্রশ্ন হল, এতদিন বাদে যাচ্ছেন। কোনও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয় এত দেরি।

এদিকে মোদির সফরের আগেই আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে মণিপুর। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় একদল বিক্ষুব্ধ জনতার। ছিঁড়ে দেওয়া হয় মোদিকে স্বাগত জানানোর জন্য টাঙানো ফ্লেক্স-ব্যানার। মোদির সভাস্থল থেকে আড়াই কিমি দূরেই অশান্তির আগুন জ্বলে। পিসমনুন গ্রামে নির্মিত হেলিপ্যাডে ভাঙচুর করা হয় মোদিকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত সাজসজ্জা।

নেকড়ে তুলে নিয়ে গেল দুধের শিশুকে

লখনউ: আবার নেকড়ের তাণ্ডব যোগীরাজ্যের বাহারাইচে। মায়ের কোল থেকে ৩ মাসের শিশুকে টেনে নিয়ে গেল নেকড়ে। আতঙ্কে কাঁপছে বাহোরওয়া গ্রাম। মাত্র সপ্তাহখানেক আগেই ওই একই এলাকায় চুপিসারে হানা দিয়েছিল নেকড়ে। প্রাণ হারিয়েছিল ৭ বছরের এক নাবালিকা। প্রায় একবছর পরে এলাকায় ফিরে এল সেই নেকড়ে-আতঙ্ক। গত বছরই ওই এলাকায় লোকালয়ে তাণ্ডব চালিয়েছিল একপাল নেকড়ে। মৃত্যু হয়েছিল অন্তত ৬ জনের। গুরুতর জখম হন অনেক গ্রামবাসী। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, শুধু নেকড়ে নয়, বাহারাইচে তাণ্ডব চালিয়েছিল লেপার্ডও। চলতি বছরের জুনেই বাড়ির ছাদে ঘুমন্ত এক মহিলাকে আক্রমণ করে

লেপার্ড। প্রাণ হারান ওই মহিলা। এবার ফের ফিরে এল নেকড়ে-আতঙ্ক। সাম্প্রতিকতম ঘটনা বৃহস্পতিবার। রাতে ছোট্ট মেয়েকে কোলে আঁকড়ে ঘুমোচ্ছিলেন মা। আচমকাই নেকড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের উপরে। মা কিছু বুঝে ওঠার আগেই নেকড়ে শিশুটিকে টেনে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় হিংস্র নেকড়েটি। মহিলার আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীদের। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তন্নতন্ন করে খুঁজেও হদিশ মেলেনি শিশুটির। সকালে গ্রামের কাছেই আখের খেতে পাওয়া যায় ৩ মাসের শিশুর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ।

লক্ষণীয়, বাহারাইচের খুব কাছেই ভারত-নেপাল সীমান্ত। উত্তরপ্রদেশের বন দফতর গত বছরে জানিয়েছিল, ৬টি নেকড়ের একটি পাল রাতের অন্ধকারে তাণ্ডব চালাচ্ছে এলাকায়। পরে বন দফতরের আধিকারিকরা দাবি করেন, ৬টির মধ্যে ৫টি নেকড়েকেই পাকড়াও করা হয়েছে। আত্মগোপন করা একমাত্র নেকড়েই কি আবার ফিরে এল আরও আক্রমণাত্মক ভূমিকায়? সদুত্তর মেলেনি যোগীরাজ্যের বন-কর্তাদের কাছ থেকে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে মরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এবার ভারত এবং চিনের উপর শুল্ক চাপানোর জন্য অন্যান্য দেশকেও অনুরোধ করছেন বলে খবর। 'ফিনান্সিয়াল টাইম্‌স'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, জি৭ গোষ্ঠীর দেশগুলির উপর এই ইস্যুতে চাপ বাড়াচ্ছে আমেরিকা

হারের পর অভ্যুত্থানের চেষ্টা, ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড!

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চরম ক্ষোভ 'বন্ধু' ট্রাম্পের, পদক্ষেপের হুমকি

ব্রাসিলিয়া: তাঁর বন্ধু তথা ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ২৭ বছর ৩ মাস জেলের সাজা শুনিয়েছে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট। সাজা ঘোষণার আগে বন্ধুকে বাঁচাতে চাপ তৈরি উদ্দেশ্যে হুমকিও দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু তারপরেও শীর্ষ আদালতের কড়া শাস্তির মুখে ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো। দেশে নির্বাচনে পালাবদলের পর ট্রাম্পের কায়দাতেই অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বোলসোনারো। এই অভিযোগে ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিচার চলছিল। সেই মামলাতেই নজিরবিহীনভাবে কড়া রায় শোনালো সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট। ২০২২ সালে ব্রাজিলের সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী নেতা লুলার কাছে হেরে যান চরম দক্ষিণপন্থী নেতা বোলসোনারো। ভোটে হেরে দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর সমর্থকরা ব্রাজিলের সংসদ ভবন আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মামলা করে পরবর্তী সরকার। ট্রাম্পের ঘোষিত বন্ধু বোলসোনারোকে দোষী সাব্যস্ত করে ব্রাজিলের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, ২৭ বছর তিন মাস জেলের ভিতরেই থাকতে হবে তাঁকে। অভ্যুত্থান ঘটানোয় অভিযুক্ত বোলসোনারো এতদিন গৃহবন্দি ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে বন্ধু বোলসোনারো বেকায়দায় পড়তেই এই বিষয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভপ্রকাশ করেন ট্রাম্প।

তিনি বলেন, এই ঘটনা ব্রাজিলের জন্য ভাল হল না। পাশাপাশি আরও এক ধাপ এগিয়ে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স জানান, এই অন্যায় রায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে আমেরিকা। কিন্তু একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের সুপ্রিম কোর্টের রায় ও অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কীভাবে পদক্ষেপের কথা বলতে পারেন শীর্ষ মার্কিন পদাধিকারী, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বোলসোনারো ইস্যুতে মার্কিন প্রশাসনের অতি-সক্রিয়তায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ব্রাজিলেও। বোলসোনারোর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক বরাবরই অতি-ঘনিষ্ঠ। একাধিকবার প্রাক্তন ব্রাজিলীয় প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে চলা বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন 'বন্ধু' ট্রাম্প। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশের উপর ৫০ শতাংশ শুল্কও চাপিয়েছে আমেরিকা। যদিও ব্রাজিলের উপর ট্রাম্পের ক্রোধের আসল কারণ যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বোলসোনারোর বিরুদ্ধে চলা বিচারপ্রক্রিয়া, তা নিয়ে বিশেষ লুকোছাপা করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই পরিস্থিতিতে পদক্ষেপের হুমকি দিয়ে ব্রাজিলের উপর আমেরিকা আরও বেশি শুল্ক চাপিয়ে অর্থনৈতিক অবরোধ তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বোলসোনারো তাঁর দেশে অভ্যুত্থানের চেষ্টার যে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত, তাতে সর্বোচ্চ সাজা ৪৩ বছরের জেল। তবে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বয়স এবং স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে সাজার মেয়াদ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। চার বিচারপতির মধ্যে তিন বিচারপতিই ওই সাজার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বোলসোনারোর আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের বৃহত্তম বেঞ্চের কাছে আবেদন জানাবেন।

নেপালে অশান্তির আগুনে মৃত্যু হল ভারতীয় পর্যটকের

কাঠমান্ডু : অশান্ত নেপালে এবার এক ভারতীয় পর্যটকের মৃত্যু হল। পশুপতিনাথ মন্দির দর্শনে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারালেন উত্তরপ্রদেশের মহিলা পর্যটক। এই ঘটনার পর আটকে থাকা অন্য পর্যটকরা আরও আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। যেকোনওভাবে দেশে ফিরতে মরিয়া তাঁরা। নেপালে পশুপতিনাথ মন্দির দর্শন করতে গিয়ে আর ভারতে ফেরা হল না উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বাসিন্দা রাজেশদেবীর। মৃতার বাড়িতে শোকের ছায়া, কান্নার রোল। ভারতীয় দূতাবাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে মৃতার বাড়ির সদস্যরা। জানা গিয়েছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর রামবীর সিং গোলা এবং তাঁর স্ত্রী রাজেশ গোলা কাঠমান্ডু বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে তারপর থেকেই থেকে আগুন জ্বলতে শুরু করে সেদেশে। শহরের হোটেলগুলিতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ শুরু হয়। জেন-জি বিদ্রোহীদের তাণ্ডবে রাজেশদের হোটেলেও জ্বলে ওঠে আগুন। প্রাণ বাঁচাতে আতঙ্কিত পর্যটকরা জানলার কাঁচ ভেঙে হোটেলের একাধিক তলা থেকে লাফ দিতে থাকেন। রাজেশও নিচে রাখা তোশক লক্ষ্য করে লাফ দিতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে যান। গুরুতর জখম হন উত্তরপ্রদেশের ওই মহিলা। তাঁর স্বামীও সামান্য আঘাত পান। এরপর রাজেশকে সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর। অনেক চেষ্টার পর বৃহস্পতিবার ভারতে ফেরানো হয় রাজেশের দেহ। মৃত্যুতে ক্ষোভ উগরে দেন রাজেশের বড় ছেলে বিশাল। অভিযোগ, ভারতীয় দূতাবাসের তরফেও পর্যাপ্ত সহায়তা মেলেনি। তিনি জানান, বাবা-মা কোথায় ছিলেন দুদিন ধরে জানতেই পারিনি। পরে অনেক খোঁজখবরের পর এক রিলিফ ক্যাম্পে বাবার খোঁজ পাই। ততক্ষণে হাসপাতালে মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে এখনও নেপালে দিকে দিকে বিক্ষোভ চলছে। সেনার হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকলেও পরিস্থিতি অনিশ্চিত। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন পর্যটকরা। এর পাশাপাশি ভারতীয়দের নেপাল থেকে ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে।

নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন সুশীলা কার্কি

কাঠমাণ্ডু: তরুণ প্রজন্মের গণ-অভ্যুত্থানের চাপে সরে যেতে হয়েছে নেপালের কমিউনিস্ট ওলি সরকারকে। নতুন করে নির্বাচন ও সংবিধান তৈরির দাবি তুলেছে আন্দোলনের চালিকাশক্তি জেন-জি। দেশে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এখন হাতে তুলে নিয়েছে সেনাবাহিনী। সেনা ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর অবশেষে নেপালের প্রথম মহিলা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি নিতে চলেছেন হিমালয়ের কোলে ঘেরা ভারতের প্রতিবেশী দেশের দায়িত্ব। এর আগে তিনি নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। এবার প্রথম মহিলা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন ৭২ বছরের সুশীলা কার্কি। দুই শীর্ষ পদেই ইতিহাস তৈরি করা সুশীলা ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। ইতিমধ্যেই তিনি ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তা দিয়েছেন। শুক্রবার রাতে নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পোড়েলের কাছে শপথ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি।

আমেরিকায় মাথা কেটে খুন ভারতীয় ব্যবসায়ীকে

ডালাস: ফের মার্কিন মুলুকে বেঘোরে প্রাণ গেল এক ভারতীয়র। পেশায় ব্যবসায়ী ওই ব্যক্তি আমেরিকার টেক্সাসের ডালাস শহরে একটি হোটেল চালাতেন। সেই হোটেলের মধ্যে ধারালো অস্ত্রে তাঁর মাথা কেটে কুপিয়ে খুন করা হয় তাঁকে। মৃতের নাম চন্দ্রমৌলি নাগামালিয়া। তিনি আদতে কর্নাটকের বাসিন্দা। প্রায় আঠেরো বছর ধরে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে মার্কিন মুলুকে থাকতেন। সেখানেই হোটেল খুলেছিলেন। তদন্তে উঠে এসেছে, সামান্য ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করা নিয়ে ঝামেলার জেরেই এমন নৃশংস কাণ্ড ঘটায় চন্দ্রমৌলির হোটেলের এক কর্মী। খুনের প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর পরিবারের সদস্যরাও। আক্রমণের সময় বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে চন্দ্রমৌলির স্ত্রী-পুত্র জখম হন। সূত্রের খবর, হোটেলের এক কর্মচারী ইয়োদানিস কোবোস মার্টিনেজকে (৩৭) ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করতে বারণ করেছিলেন চন্দ্রমৌলি। তাঁর হোটেলে ওই যন্ত্রটি কয়েকদিন আগেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এক মহিলা কর্মচারীর মাধ্যমে তিনি তা জানাতেই ইগোতে লাগে মার্টিনেজের। শুরু হয় বচসা। তারপর উন্মত্তের মতো ওই কর্মী ছুরি নিয়ে চন্দ্রমৌলিকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে বলে অভিযোগ। মৃতের স্ত্রী-সন্তানের সামনেই গোটা ঘটনাটি ঘটে। বাধা দিয়েও তাঁরা বাঁচাতে পারেননি। এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক উল্লেখ করে যথাযথ তদন্ত দাবি করেছে আমেরিকার ভারতীয় দূতাবাস। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে ডালাসের পুলিশ।

ঐক্যে জোর, এবার টার্গেট ৯/৯

(প্রথম পাতার পর)

তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা শোনা— এই নির্দেশগুলিও দিয়েছেন। এই জেলার ক্ষেত্রেও টাউন এবং ব্লক সভাপতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। বিধানসভাভিত্তিক এবং অঞ্চল বুথভিত্তিক ব্লকভিত্তিক আলোচনা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আগামী দিনে টাউন এবং ব্লক সভাপতি পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করবে দল।

কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুরিন্দর ফিল্মসের প্রযোজনায় আসছে নতুন ধারাবাহিক। স্টার জলসার পর্দায় সম্প্রচারিত হবে এই গল্প। নাম ‘ও মোর দরদিয়া’। অভিনয়ে রণিতা দাস। তাঁর বিপরীতে আছেন বিশ্বজিৎ ঘোষ। সামনে এসেছে প্রোমো

ইন্দু ৩

উৎসবে হইচই

ছ’টি জমজমাট গল্প উপহার দিতে চলেছে হইচই। রহস্য এবং ভৌতিক গল্প যেমন আছে, তেমনই আছে প্রেম, প্রেমহীনতা। বিশ্বাসের গল্প যেমন আছে, তেমনই আছে বিশ্বাস ভাঙার গল্প। প্রতিটা গল্পই রোমাঞ্চকর। সবমিলিয়ে জমে যাবে এবারের উৎসবের মরশুম। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

কালরাত্রি ২

পারাখতে চলেছে উৎসবের মরশুম। কেনাকাটা, ঘোরাঘুরি, খাওয়াদাওয়া, ঠাকুর দেখার পাশাপাশি এই সময় মনোরঞ্জন দিতে পারে আকর্ষণীয় ছ’টি শো। সেই সুযোগ করে দিয়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হইচই।

কারও অজানা নয়, হইচই হল শীর্ষস্থানীয় বাংলা বিনোদন প্ল্যাটফর্ম, যা সিনেমা, অরিজিনাল সিরিজ, শর্টস, ডকু-সিরিজ এবং আরও অনেক কিছু দর্শকদের সামনে তুলে ধরে। সেরা বাংলা কন্টেন্ট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, হইচই বিশ্বব্যাপী ২৫ কোটি বাঙালিকে তাদের সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছে। ২০১৭ সালে এসভিএফ-এর নতুন মিডিয়া শাখার প্রথম উদ্যোগ হিসেবে হইচই আত্মপ্রকাশ করে।

অক্টোবরে হইচই দর্শকদের উপহার দিতে চলেছে ‘উৎসবের নতুন গল্প’। নানা বিষয়। রহস্য, ভৌতিক যেমন আছে, তেমনই আছে প্রেম, প্রেমহীনতা। বিশ্বাসের গল্প যেমন আছে, তেমনই আছে বিশ্বাস ভাঙার গল্প। প্রতিটা গল্পই বেশ রোমাঞ্চকর। দর্শকদের টেনে রাখবে। নতুনদের পাশে দেখা যাবে কয়েকজন নামী তারকাকেও। সবমিলিয়ে জমজমাট হতে চলেছে নতুন গল্পের এই ডিজিটাল উৎসব। চ্যানেল কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, এই উদ্যোগ উৎসব-উদযাপনকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। দেখে নেওয়া যাক, ওয়াচলিস্টে রয়েছে কোন কোন গল্প।

ইন্দু ৩

নতুন রহস্য। রহস্যের গর্ভে রহস্য। সবার মনের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে অন্ধকার। দেখাবে ‘ইন্দু ৩’। আগের দুই সিজন ব্যাপক সাফল্য পেয়েছিল। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। সাহানা দত্তের সৃজনশীল ভাবনাকে অসাধারণ দক্ষতায় সাজিয়েছেন পরিচালক অয়ন চক্রবর্তী। দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঈশা সাহা, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়। এঁরা ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত। পর্দায় একসঙ্গে আসা মানেই মুঠোয় সাফল্য। এছাড়াও আছেন মানালি, মনীষা দে, মানসী সিনহা, পায়েল দে, মিমি দত্ত, যুধাজিৎ সরকার, তনিকা বসু প্রমুখ। কাহিনির কেন্দ্রে দাশগুপ্ত পরিবার। এই পরিবারককে নাড়া দিয়ে যায় একটি খুনের ঘটনা। সুজাত যে নির্দোষ, সেটা প্রমাণের জন্য তার পিছনে থেকে যান ইন্দু। বেনামী হুমকি, বিষপ্রয়োগ এবং বিপজ্জনক মিথ্যাচারের মাধ্যমে শেষ অধ্যায়টি জমে ওঠে, যা দর্শকদের রোমাঞ্চিত করবে।

নিশির ডাক

নিশি নেই। নিশি বলে কিছু হয় না। তবু যেন কিছু একটা আছে। দেখাবে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত নতুন সিরিজ ‘নিশির ডাক’। এই নতুন ভৌতিক গল্পে অভিনয় করছেন শ্রীজা দত্ত, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পটা কীরকম? ছয় বন্ধু একটি শান্ত নির্জন শহরে ঘুরে বেড়ায়। খোঁজ করে একজন প্রায় হারিয়ে যাওয়া গায়কের। তারা একটি মারাত্মক ঘটনার মুখোমুখি হয়। তাদের জীবনে অভিশাপের অন্ধকার নেমে আসে। ‘নিশির ডাক’ হল লোককাহিনি এবং ভয়ের এক মিশ্রণ, যা শেষ চিৎকার পর্যন্ত দর্শকদের আটকে রাখবে।

অনুসন্ধান

দারুণ সাফল্য পেয়েছিল শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’। এবার তাঁকে দেখা যাবে ‘অনুসন্ধান’-এ। সিরিজের পরিচালনায় অদিতি রায়। শুভশ্রীর পাশে দেখা যাবে সাহেব চট্টোপাধ্যায়কে। অন্যরকম কাহিনি। দেখা যায় একজন জেলবন্দি গর্ভবতীকে। মহিলা কারাগারে কোনও পুরুষ প্রবেশ করতে পারে না। একজন সাংবাদিক তদন্তে বেরিয়ে এমন এক গোপন রহস্যের উন্মোচন করেন, যা মুখোমুখি হতে কেউই প্রস্তুত নয়।

নিশির ডাক

অনুসন্ধান

কার্মা কোর্মা

কালরাত্রি ২

অয়ন চক্রবর্তী পরিচালিত ‘কালরাত্রি ২’। অভিনয়ে সৌমিতৃষা। রোমাঞ্চকর কাহিনি। দেবী এবং ডিএসপি সাত্যকি সান্যাল সত্যের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী এক গোপন রহস্য বেরিয়ে আসে। খুনির মুখোশ উন্মোচিত হয়। এই গল্প একটি শক্তিশালী এবং আবেগঘন সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেয়।

কার্মা কোর্মা

প্রতিম ডি গুপ্ত পরিচালিত ‘কর্ম কোরমা’। তুলে ধরবে প্রতিশোধের গল্প। অভিনয়ে ঋতাভরী চক্রবর্তী, ঋত্বিক চক্রবর্তী, সোহিনী সরকার। কলকাতার একটি রান্নার কর্মশালায় সূচিত হবে দুই মহিলার বন্ধন। একজন আটকা পড়া সমাজকর্মী, অন্যজন ভাঙা স্বপ্নের গৃহিণী। ব্যথা, শক্তি এবং প্রতিশোধ নিয়ে দানা বাঁধছে একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার।

ফেলুদার গোয়েন্দগিরি : রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য

সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি হয়েছে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘ফেলুদার গোয়েন্দগিরি : রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য’। ফেলুদার চরিত্রে টোটা রায়চৌধুরী। জটায়ু অনির্বাণ চক্রবর্তী। তোপসে কল্পনা মিত্র। একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। রহস্য সমাধানে ফেলুদাকে যেতে হয় উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে। রহস্যময় মৃত্যু, রক্তমাখা তলোয়ার, গুপ্তধনের ফিসফিস এবং একটি বাঘ ফেলুদার মগজাস্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে। সমাধান হয় জটিল রহস্যের।

ফেলুদার গোয়েন্দগিরি : রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য

দারুণ ক্রিকেট-মস্তিষ্ক সৌরভের। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ হিসেবেও ভাল করবে। মত অ্যালান ডোনাল্ডের

জাপান ম্যাচে ভুল চায় না ভারত

মেয়েদের এশিয়া কাপে আজ কঠিন লড়াই

হাংঝাউ, ১২ সেপ্টেম্বর : মেয়েদের এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে উঠতে হলে শনিবার জাপানকে হারাতেই হবে ভারতকে। সুপার ফোরে আগের ম্যাচে চিনের কাছে ১-৪ হেরে চাপে পড়ে যায় হরেন্দ্র সিংয়ের দল। ভুল শুধরে সুপার ফোর রাউন্ডের শেষ ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করাই লক্ষ্য মুমতাজ, বৈষ্ণবীদের। ভারতকে হারিয়ে আগেই ফাইনালে উঠে গিয়েছে চিন। সুপার ফোর পর্বে দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। চিনের কাছে হারায় ভারতের দুই ম্যাচে ৩ পয়েন্ট। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে কোরিয়া এবং জাপানের সংগ্রহ ১ পয়েন্ট।

ভারত গোল পার্থক্যে (-১) এগিয়ে না থাকায় জাপানের বিরুদ্ধে জিততেই হবে। অঙ্কের বিচারে ড্র করলেও সুযোগ থাকবে মুমতাজদের সামনে। তখন তিন ম্যাচে হবে ৪ পয়েন্ট। সেক্ষেত্রে কোরিয়া-চিন ম্যাচের ফলের উপর নির্ভর করবে ভারতের মেয়েদের ভাগ্য।

স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় গোলের সুযোগ নষ্টের প্রবণতাই ভাবাচ্ছে কোচ হরেন্দ্রকে। চিনের কাছে হারের পর ফিনিশিংয়ে ব্যর্থতা নিয়ে হতাশা গোপন করেননি ভারতীয় দলের কোচ। গত দু'টি ম্যাচে একাধিক পেনাল্টি কর্নার আদায় করেও গোল করতে পারেনি দল। জাপানের বিরুদ্ধে ফিনিশিংয়ে উন্নতি চাইছেন হরেন্দ্র। গ্রুপ পর্বে জাপানের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছিল ভারত। আজ সেই ফলকেও ছাপিয়ে যেতে হবে।

হাংঝাউতে জাপানের বিরুদ্ধে সাফল্যের এই ছবিই আজ দেখতে চাই ভারতীয় দল।

আজ শুরু বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স

নীরজের খেতাব রক্ষার সুযোগ

নজরে অনিমেষ

টোকিও, ১২ সেপ্টেম্বর : শনিবার থেকে টোকিওতে শুরু হচ্ছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। সেই টোকিও যেখানে প্রায় সাড়ে চার বছর আগে অলিম্পিক সোনা জিতে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন নীরজ চোপড়া। এর ঠিক দু'বছর পর ২০২৩ সালে বুদাপেস্টে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে ৮৮.১৭ মিটার জ্যাভলিন ছুঁড়ে সোনা জিতেছিলেন ভারতের সোনার ছেলে। জ্যাভলিনে বর্তমান অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম রুপো পেয়েছিলেন। গত বছর প্যারিস অলিম্পিকের পর নীরজের সঙ্গে আর ট্র্যাকে দ্বৈরথ হয়নি নাদিমের। টোকিওর ট্র্যাকে দুই 'বন্ধুর' টক্কর বিশ্ব মিটের অন্যতম আকর্ষণ হতে যাচ্ছে।

গত অলিম্পিকে নাদিমের কাছে হেরেই সোনা হাতছাড়া করেছিলেন নীরজ। এবার তার মধুর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে ভারতীয় তারকার সামনে। এছাড়াও নীরজের লড়াই প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবারের বিরুদ্ধেও। এর আগে মাত্র দু'জন জ্যাভলিনে বিশ্বসেরার খেতাব পরপর দু'বার জিতেছিলেন। একজন চেক কিংবদন্তি জান জেলেজনি, যিনি এখন নীরজেরই কোচ। অন্যজন হলেন গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স। নীরজ টোকিওতে সোনা জিততে পারলে বিশ্বের তৃতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে বিশ্বসেরার খেতাব অক্ষত রাখার নজির গড়বেন। জ্যাভলিন ইভেন্ট শুরু হচ্ছে ১৭ সেপ্টেম্বর। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের পর ফাইনাল ১৮ তারিখ।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১৯ জনের ভারতীয় দলের নেতৃত্বে রয়েছেন নীরজ। তিনিই প্রধান আকর্ষণ। নজর থাকবে ভারতের দ্রুততম স্প্রিন্টার অনিমেষ কুজুরের দিকেও। তিনি ২০০ মিটারে অংশ নেবেন। লং জাম্পার মুরালি শ্রীশঙ্কর চোট সারিয়ে ফিরছেন। এশিয়ান গেমসে মেয়েদের জ্যাভলিনে চ্যাম্পিয়ন অন্নু রানিও জাপানে ভাল পারফরম্যান্স করতে মুখিয়ে থাকবেন। এছাড়াও স্টিপলচেজে পারুল চৌধুরী, হার্ডলসে তেজাস শীর্ষে, ৫০০০ মিটার দৌড়ে গুলবীর সিংয়ের দিকেও নজর থাকবে।

দেশঁর পর জিদানকেই কোচ চাইছেন এমবাপে

মাদ্রিদ, ১২ সেপ্টেম্বর : ২০১২ থেকে ফ্রান্স জাতীয় দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন দিদিয়ের দেশঁ। দীর্ঘ ১৩ বছরের কোচিং কেরিয়ারে বিশ্বকাপ জিতেছেন, স্বপ্নের খেতাব হাতছাড়া হওয়ার যন্ত্রণাও পেয়েছেন। অধিনায়ক ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের বিরল নজিরও গড়েছেন দেশঁ। ২০২৬ বিশ্বকাপই জাতীয় দলে তাঁর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট। সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারেও তা নিশ্চিত করেছেন কিলিয়ান এমবাপেদের হেডস্যার। এরপর কে? সব চেয়ে বেশি যে নামটা নিয়ে চর্চা, সেটা ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান। লেস ব্লুজের সেরা তারকা এমবাপের ভোটও জিজুর দিকে।

ফ্রান্সের জনপ্রিয় দৈনিক এল ইকুইপে-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবাপের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, দেশঁর পর কাকে দেখতে চান ফ্রান্সের হেড কোচের হটসিটে? জিদান হলে কেমন হয়? ফরাসি সুপারস্টার বলেন, এটা নিয়ে আমি বিষয়টি জটিল করতে চাই না। নামটা জিদান। কেউ এই নামে আপত্তি জানাবে না, কেউ 'না' করবে না। একমাত্র সেই 'না' বলতে পারে। আমরা তো খুশিই হব। যদি জিদান দায়িত্ব নেয়, ঠিক আছে। যদি অন্য কেউ নেয়, তাহলেও ঠিক আছে। কিন্তু ফরাসি ফুটবলের ইতিহাসে কেবলমাত্র জিদানই একমাত্র লোক যার সমস্ত অধিকার রয়েছে এই পদের জন্য।

পছন্দের জিদানকেই জাতীয় দলের দায়িত্বে চান এমবাপে।

বর্তমান কোচ দেশঁর বিদায়ী মুহূর্তটা স্মরণীয় করে রাখতে চান ফ্রান্সের অধিনায়ক। এমবাপে বলছেন, কোচ আমাদের ফুটবল ইতিহাসে অবিশ্বাস্য একটা চিহ্ন রেখে যাবে। সামনের বিশ্বকাপ দেশঁর হয়তো শেষ ইভেন্ট। অবশ্যই আমরা বিশ্বকাপটা জিততে চাই। কিন্তু কোচের শেষ ইভেন্ট বলে নয়, কারণ বিশ্বকাপের কোনও বিকল্প হয় না। বিশ্বকাপ হল বিশ্বকাপ। এই উপহার আমরা কোচকে দিতে পারলে খুশি হব।

পাতিদার-যশের দাপুটে শতরান

বেঙ্গালুরু, ১২ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে চালকের আসনে মধ্যাঞ্চল। প্রথম দিন দুই স্পিনার সারাংশ জৈন ও কুমার কার্তিকেয়র দাপটে দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪৯ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর পাল্টা ব্যাট করতে নেমে শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ৩৮৪ রান তুলেছে মধ্যাঞ্চল। সৌজন্যে অধিনায়ক রজত পাতিদার ও যশ রাঠোরের শতরান। দিনের শেষে মধ্যাঞ্চল এগিয়ে ২৩৫ রানে। প্রথম দিনের বিনা উইকেটে ৫০ রান নিয়ে শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ওপেনার অক্ষয় ওয়াদকর এবং শুভম শর্মার উইকেট হারায় মধ্যাঞ্চল। ৫৩ রান করে আউট হন দানিশ মালেওয়ার। এরপরই পাতিদার ও যশের জুটিতে ভর করে মধ্যাঞ্চল ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। পাতিদার ১০১ রান করে আউট হন। যশ দিনের শেষে ১৩৭ রানে অপরাজিত। তাঁর সঙ্গী সারাংশ ৪৭ রানে ক্রিজে। দক্ষিণাঞ্চলের গুরজপনিত সিং ৩ উইকেট নেন।

শেষ চারে লক্ষ্য, সাত্ত্বিক-চিরাগও

হংকং, ১২ সেপ্টেম্বর : হংকং ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে লক্ষ্য সেনের দৌড় অব্যাহত। তিন গেমের থ্রিলারে ভারতেরই আয়ুষ শেঠিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য। দাপট দেখিয়ে ছেলেদের ডাবলসেও শেষ চারে জায়গা করে নিলেন ভারতীয় জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। দিনের শুরুটা করেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। অষ্টম বাছাই ভারতীয় জুটি সতর্ক শুরু করলেও দ্রুত ছন্দে ফেরে। শক্তিশালী স্ম্যাশ ও নেট প্লে অস্ত্রে মালয়েশিয়ার আরিফ জুনাইদি এবং রয় কিং ইয়াপকে তিন গেমের লড়াইয়ে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে সাত্ত্বিক ও চিরাগের জুটি। প্রথম গেমে ২১-১৪ জিতে দ্বিতীয় গেমে ২০-২২ হেরে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারতীয় জুটি। কিন্তু তৃতীয় গেমে পাল্টা জবাব দিয়ে ২১-১৬ জিতে ম্যাচ বের করেন সাত্ত্বিক, চিরাগ। সেমিফাইনালে সাত্ত্বিকরা খেলবেন চাইনিজ তাইপের চেন চেন কুয়ান ও লিন বিন উইয়ের বিরুদ্ধে।

সাত্ত্বিক, চিরাগের মতো লক্ষ্যরও সময়টা ভাল যাচ্ছিল না। দীর্ঘ সাত মাসেরও বেশি সময় পর কোনও টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য। এদিন সিঙ্গলস কোয়ার্টার ফাইনালে আয়ুষকে তিন গেমের থ্রিলারে তিনি হারান ২১-১৬, ১৭-২১, ২১-১৩ ফলে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেমিফাইনালে মীনাক্ষী হুডা, বিশ্ববক্সিংয়ে আরও একটি পদক নিশ্চিত ভারতের

মাঠে ময়দানে

13 September, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

বোর্ডের এজিএমে সিএবি থেকে সৌরভ

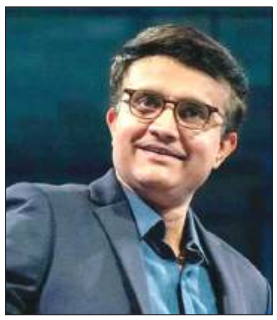

প্রতিবেদন : সিএবি-তে কোনও নির্বাচন হচ্ছে না। তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ে নেতৃত্বাধীন প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফের সিএবি প্রশাসনে আসছে, এটা কার্যত স্পষ্ট। দ্বিতীয়বার সিএবি সভাপতির দায়িত্ব নিতে চলেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। রবিবার সৌরভ এবং তাঁর প্যানেলের সদস্যদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা। সেদিনই মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। ২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র এজিএম। তার আগেই কার্যত চূড়ান্ত ২৮ সেপ্টেম্বর বিসিসিআই-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় সিএবি থেকে নতুন সভাপতি হিসেবে সৌরভই প্রতিনিধিত্ব করবেন।

শুক্রবার ১২ সেপ্টেম্বর ছিল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় রাজ্য সংস্থাগুলির প্রতিনিধির নাম পাঠানোর শেষ দিন। সিএবি অবশ্য সৌরভের নাম সাম্প্রতিক অ্যাপেক্স কাউন্সিল মিটিংয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। বোর্ডের মতো সিএবি নির্বাচনও লোধা আইন মেনে হবে। তাই প্রায় ছ'বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলা সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় কুলিং অফে যাচ্ছেন।

বোর্ডের এজিএমে আকর্ষণের কেন্দ্রে সভাপতি পদে নির্বাচন। আগের দু'বার প্রাক্তন দুই হেভিওয়েট ক্রিকেটার দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথমবার সৌরভ এবং পরে রজার বিনি। এবারও নাম ভাসছে অনেকের। শচীন তেন্ডুলকর দৌড়ে না থাকায় রবি শাস্ত্রী, কিরণ মোরে, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণদের নাম উঠে আসছে। প্রাক্তন কাউকে বোর্ড প্রধানের পদে আনা হবে, নাকি রাজীব শুক্লাকে সভাপতি করে নতুন সহসভাপতি এবং আইপিএল চেয়ারম্যান পদে মেয়াদ শেষ করা অরুণ ধুমালের উত্তরসূরি খুঁজে নেওয়া হবে, সেটাই দেখার। তবে সচিব, যুগ্ম সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ পদে বহাল থাকতে পারেন দেবজিৎ সইকিয়া, রোহন দেশাই এবং প্রভতেজ সিং ভাটিয়া।

নথিভুক্ত রোনাল্ডো কি গোয়ায়

নয়াদিল্লি, ১২ সেপটেম্বর : ভারতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর খেলার সম্ভাবনা কিছুটা উজ্জ্বল হল। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ম্যাচের জন্য তিনি গোয়া আসতে পারেন। কারণ, এই ম্যাচের জন্য আল নাসের কর্তৃপক্ষ রোনাল্ডোর নাম নথিভুক্ত করেছে বলে খবর।

আল নাসেরের এই ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী হল এফসি গোয়া। খেলাটি হবে গোয়াতেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, রোনাল্ডো কি ক্লাবের হয়ে ভারতে খেলতে আসবেন? চুক্তি অনুযায়ী ক্লাব তাঁকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে বাধ্য করতে পারে না। তবে তিনি চাইলে খেলতে পারেন। সেই রাস্তা খোলা রাখতেই আল নাসের সিআর সেভেনের নাম নথিভুক্ত করেছে।

শোনা যাচ্ছে আল নাসের তাদের ১২ জন বিদেশি ফুটবলারের নাম নথিভুক্ত করেছে। তাঁদের মধ্যে রোনাল্ডো ছাড়াও আছেন সাদিও মানে, কিংসলে কোম্যান, জোয়াও ফেলিক্স। যার অর্থ পূর্ণশক্তির দল নিয়ে ভারতে আসতে ইচ্ছুক আরবের ক্লাবটি। এই গ্রুপে আর রয়েছে ইরাকের আল জাওরা ও তাজিকিস্তানের এফসি ইস্তিকল। এফসি গোয়া ১৭ সেপ্টেম্বর আল জাওরার বিরুদ্ধে খেলবে। ১ অক্টোবর তাদের খেলা রয়েছে তাজিকিস্তানের ক্লাবের বিরুদ্ধে। ২২ অক্টোবর এফসি গোয়ার মহা ম্যাচ রয়েছে আল নাসেরের সঙ্গে। রোনাল্ডো খেললে ইতিহাসে স্থান পাবে এই ম্যাচ। তবে পর্তুগিজ মহাতারকার নাম টুর্নামেন্টের জন্য রেজিস্ট্রেশন হলেও তাঁর সঙ্গে ক্লাবের চুক্তিতেই রয়েছে, মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার অ্যাওয়ে ম্যাচে তাঁকে খেলতে বাধ্য করতে পারবে না ক্লাব। একমাত্র রোনাল্ডো যদি নিজে চান তবেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে খেলবেন। তবে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা আশায়।

এখন সব খেতাব জিতছে আলকারেজ আর সিনার

বাকিরা কী করছে, প্রশ্ন তুলে দিলেন বেকার

নিউ ইয়র্ক, ১২ সেপ্টেম্বর : ছেলেদের টেনিসে কার্লোস আলকারেজ আর জানিক সিনারের দাপট দেখতে দেখতে বিরক্ত বরিস বেকার। তিনি প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, বাকিরা কী করছে? শেষ আটটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম আলকারেজ ও সিনার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। বাকিরা এতে ভাগ বসাতে পারেননি।

প্রাক্তন টেনিস তারকা বেকার মনে করেন, অন্য প্লেয়াররা আলকারেজ বা সিনারের সঙ্গে ব্যবধান কমাতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় আন্দ্রে পেটকোভিচের সঙ্গে একটি পডকাস্ট-এ বসে বেকার সরাসরি আঙুল তুলেছেন হালফিলের প্লেয়ারদের দিকে। তিনি বলেছেন, এটা খুব আশ্চর্যের যে টানা আটটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম হয় আলকারেজ নাহলে সিনার তুলে নিয়ে গেল। তাহলে বাকিরা কী করছে? আমি আলেকজান্ডার জেরেভ, জ্যাক ড্র্যাপার, টেলর ফ্রিজ, হেলগার রুনে, অ্যালেক্স ডি মিনাউর, ক্যাসপার রুড, দানিল মেডভেডেভ, আন্দ্রে রুবেলভের মতো প্লেয়ারদের কথা বলছি। এদের সম্পর্ক এটাই বলার যে ওরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় রোলেই সন্তুষ্ট। হয়তো ভাবছে কোয়ার্টার ফাইনাল বা সেমিফাইনালে উঠলেই যথেষ্ট। কিন্তু বুঝতে হবে তুমি যদি বিশ্বের সেরা টেনিস প্লেয়ার হতে চাও তাহলে এটা যথেষ্ট হতে পারে না।

৩৮ বছরেও নোভাক জকোভিচ অবশ্য এখনও আলকারেজ ও সিনারকে বেগ দিচ্ছেন। চলতি বছরের চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামেই তিনি সেমিফাইনালে উঠেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জকোভিচ আলকারেজকে হারিয়েছেন। শুধু ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা হয়নি। কিন্তু বাকিরা সেই লড়াই দেখাতে পারছেন না বলেই বর্ষীয়ান বেকারকে এবার মুখ খুলতে হল।

শহরে আহাল, মনবীরের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ মঙ্গলবার ঘরের মাঠে অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান। যুবভারতীতে তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফকে-র বিরুদ্ধে খেলবে জোসে ফালিসকো মোলিনার দল। প্রথম ম্যাচে তারকা ভারতীয় উইঙ্গার মনবীর সিংয়ের খেলা নিয়ে সংশয়। শুক্রবার মধ্যরাতে শহরে চলে এল আহাল।

দিন তিনেক আগে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে মনবীর খেলেননি। শুক্রবারও দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি তিনি। সাইডলাইনে রিহ্যাব করে জিমে সময় কাটান। তবে হাতে এখনও দিন তিনেক সময় থাকায় মঙ্গলবারের ম্যাচে মনবীরের খেলা নিয়ে এখনও আশা ছাড়ছেন না বাগানের স্প্যানিশ কোচ। তিন বিদেশি অ্যাটাকার জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেন এবং রবসন রোবিনহোকে নিয়ে শুক্রবার অনুশীলনের পর আলাদা করে আলোচনাও সারলেন মোলিনা। রবসন সদ্য দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে মিনিট দশেক খেলেই ঝলক দেখিয়েছেন। তবু আহালের বিরুদ্ধে ব্রাজিলীয় ফুটবলারকে পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন মোহনবাগান কোচ। রক্ষণে টপ অলড্রেডের পাশে মেহতাব সিংকে রেখে রণকৌশল তৈরি করছেন মোলিনা। আলবার্তো রডরিগেজ ফিটনেস সমস্যা রয়েছে। তাই হয়তো কিছুটা কমজোরি আহালের বিরুদ্ধে দুই বিদেশি সেন্টার ব্যাক না খেলিয়ে আলবার্তোকে বিশ্রাম দিতে পারেন বাগান কোচ। মোহনবাগানে অবশ্য স্বস্তি ফিরিয়েছেন অনিরুদ্ধ থাপা। চোট সারিয়ে পুরো দমেই অনুশীলন করছেন জাতীয় দলের তারকা মিডিও। ফলে মনবীর, আলবার্তো ছাড়া বাকিরা সবাই এসিএলে প্রথম ম্যাচের আগে সম্পূর্ণ ফিট।

মোলিনার অঙ্কে মেহতাব।

টুর্নামেন্ট হবে গোয়ায়

সুপার কাপে চার ক্লাবকে নিয়ে সংশয়

নয়াদিল্লি : আইএসএলের সমস্ত ক্লাব এবং আই লিগের ছ'টি ক্লাবকে চিঠি দিয়ে ফেডারেশন জানিয়ে দিল, এএফসি-র স্লট আগের মতোই থাকছে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য। সুপার কাপ জয়ী দল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু প্লে-অফে খেলার সুযোগ পায়। ঠিক যেভাবে ইস্টবেঙ্গল ও এফসি গোয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফে খেলার সুযোগ পেয়েছিল।

তবে মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্টে খেলা নিয়ে মুম্বই সিটি এফসি, কেরল ব্লাস্টার্স, চেন্নাইয়িন এফসি-সহ চার ক্লাব শর্ত চাপিয়েছে। আইএসএল এবং সুপার কাপের মার্কেটিং এবং টিভি স্বত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে তারা। ক্লাবগুলো কী সুবিধা পাবে, আইএসএল শুরু হবেই বা কবে, এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরিষ্কার ধারণা পেতেই ফেডারেশনের দ্বারস্থ হয়েছে চার আইএসএলের ক্লাব। ওড়িশা এফসি-র সুর কিছুটা নরম। সুপার কাপ খেলা নিয়ে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিন দুয়েকের মধ্যে নেবে।

মিডিয়া ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বিশ্ববাংলা সংবাদ

প্রতিবেদন : কলকাতা প্রেস ক্লাব আয়োজিত মিডিয়া ফুটবল টুর্নামেন্ট 'রিপোর্টার্স কাপ'-এ চ্যাম্পিয়ন বিশ্ববাংলা সংবাদ। প্রথম নিউজ পোর্টাল হিসেবে প্রেসক্লাব টুর্নামেন্টে খেতাব জয়। রানার্স সংবাদ প্রতিদিন। লড়াই করেও সেমিফাইনালে বিদায় নেয় 'জাগোবাংলা'। ১১ দলকে নিয়ে একদিনের জমজমাট মিডিয়া ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রিন্ট, বৈদ্যুতিন, ডিজিটাল মিডিয়া হাউসগুলি অংশ নিয়েছিল প্রতিযোগিতায়। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার এবং কুন্তলা ঘোষদস্তিদার। বরাবরের মতো খেলা পরিচালনা করলেন ময়দানের মহিলা রেফারিরা। প্রথম ম্যাচে বাংলা জাগোকে হারায় বিশ্ববাংলা সংবাদ। কোয়ার্টার ফাইনালে ইকো অফ ইন্ডিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে সেমিফাইনালে ওঠে বিশ্ববাংলা সংবাদ। সেমিফাইনালে প্রেস ক্লাব 'এ' দলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে যায় বিশ্ববাংলা সংবাদ। ফাইনালের প্রতিপক্ষ ছিল সংবাদ প্রতিদিন। ম্যাচের আগে দু'দলের ফুটবলারদের শুভেচ্ছা জানান সাংবাদিক কুণাল ঘোষ, প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর, সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক। ফাইনাল ১-০ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় বিশ্ববাংলা সংবাদ। জয়সূচক গোলটি করেন দেবজিৎ সাহা। ফাইনাল-সহ টুর্নামেন্টে তিনটি গোল করেছেন দেবজিৎ। চারটি গোল অর্পণের।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর টিম বিশ্ববাংলা সংবাদ। শুক্রবার।

নেপালে খেলতে যাওয়া ভলিবল দলকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনা হল

পাক ম্যাচের আগে বুমরাদের ব্রঙ্কো টেস্ট

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ টি ২০-তে ভারত-পাকিস্তান চতুর্থবারের জন্য মুখোমুখি হবে রবিবার। আগে এই টুর্নামেন্টে হত একদিনের ক্রিকেট। তাতে ১৫ ম্যাচের মধ্যে ভারত জিতেছে আটবার। হেরেছে পাঁচটি ম্যাচে। এছাড়া ভারত চারবার এই টুর্নামেন্ট জিতেছে। পাকিস্তান ২০১৪-তে একবারই।

ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে খেলে শুধু আইসিসি বা এশিয়া কাপের মতো ইভেন্টে। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার প্রশ্ন নেই। কিন্তু তারপরও এই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কেন সূর্যরা পাকিস্তানের মুখোমুখি হচ্ছেন সেই প্রশ্ন নেটিজেনদের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে শিখর ধাওয়ান, যুবরাজ সিংরা যখন লেজেন্ডস ক্রিকেটে পাকিস্তান ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শিখরদের একহাত নিয়েছিলেন শাহিদ আফ্রিদি। এখনও তিনি সক্রিয়। রবিবারের ম্যাচের আগে পুরনো কথা টেনে এনে তিনি যুবিদের খোঁচা দিয়েছেন। আফ্রিদি অবশ্য চিরকাল খবরে থাকতে পছন্দ করেন। ফলে এই আবহে তিনি মুখ খুললে সেটাই স্বাভাবিক। তবে প্রাক্তন মিডিয়াম পেসার উমর গুল বলেছেন, ভারতীয় দলে যে রোটেশন পলিসি আছে, সেটা পাকিস্তানে নেই।

এদিকে, পাকিস্তান ম্যাচের আগে ব্রঙ্কো টেস্ট হয়েছে কয়েকজন ক্রিকেটারের। টেস্ট হয়েছে জসপ্রীত বুমরা, শুভমন গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, অর্শদীপ সিং, সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মার। ফিটনেস ও কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লেরু অবশ্য একে ব্রঙ্কো টেস্ট নয়, ব্রঙ্কো রান বলেছেন। বোর্ডের ভিডিওতে তিনি এটাই দাবি করেছেন। লেরুর কথায়, এই ব্রঙ্কো রান নতুন কিছু নয়। এটা পাকিস্তান ম্যাচের আগে করার বিশেষ কোনও কারণও নেই। লেরু বলেছেন, এটা বিশ্বের যে কোনও মাঠে যখন খুশি করা যায়।

ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে মরুশহর এবার আশ্চর্য রকম চুপচাপ। গ্যালারি পুরো না ভরার আশঙ্কা রয়েছে। দুটো দলেই এবার তারকার অভাব। ভারতীয় দলে যেমন বিরাট-রোহিত নেই, তেমনই বিপক্ষ দলে নেই বাবর ও রিজওয়ান। ফলে দর্শকদের একটা বড় অংশ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তবে খেলার আগে মাঠ ঠিক ভরে উঠবে বলে বিশ্বাস আয়োজকদের।

অর্শদীপ সিং পাকিস্তান ম্যাচে দলে ফেরত আসবেন কিনা সেটা নিয়ে কৌতুহল রয়েছে সবার। কিন্তু শিবম দুবে আরব ম্যাচে তিন উইকেট নেওয়ার পর অর্শদীপের রাস্তা কঠিন হয়ে গিয়েছে। ফলে পাকিস্তান ম্যাচেও হয়তো তাঁকে বসতে হবে। যা নিয়ে আরব কোচ লালচাঁদ রাজপুত বলেছেন, তাহলেই বুঝুন ভারত কত শক্তিশালী দল যে অর্শদীপও সুযোগ পাচ্ছে না! আগের ম্যাচের মতো ভারত হয়তো তিন স্পিনারেই যাবে। কুলদীপ, বরুণের সঙ্গে অক্ষর। নতুন বলে বুমরা, হার্দিক ও শিবম দুবে।

রবিবারের মেগা ম্যাচের আগে বুমরা ও সতীর্থরা। দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমি মাঠে।

রোহিত-বিরাট নেই, টিকিট বিক্রিও কম

দাবি আমিরশাহি কর্তার

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ ক্রিকেট হচ্ছে উপমহাদেশে। তাও আবার মরুশহরে খাস দুবাইয়ে। অথচ রবিবারের ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথের মতো ব্লকবাস্টার ম্যাচ ঘিরে তেমন আগ্রহই নেই ভক্তদের মধ্যে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবারের ম্যাচের ৭২ ঘণ্টা আগেও দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের প্রায় অর্ধেক গ্যালারির টিকিট অবিক্রিত। আমিরশাহি বোর্ডের এক কর্তা সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো দুই তারকা না থাকাতেই হয়তো টিকিটের চাহিদা নেই। শুরুতে আয়োজকরা মনে করেছিল, টিকিটের দাম বেশি থাকার কারণে হয়তো মাঠে বসে ম্যাচ দেখার আগ্রহ হারিয়েছেন ভক্তরা। কিন্তু টিকিটের দাম কমানোর পরেও সেই একই ছবি। এমনকী টিকিট বুকিং সিস্টেমও সহজ করা হয়েছে। তাতেও ছবিটা বদলায়নি। আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, আগে অনেক ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হয়েছে এখানে। কিন্তু টিকিটের চাহিদা নেই, এমন বিরল দৃশ্য কখনও দেখিনি। কয়েক মাস আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমরা এই ম্যাচেরই অনলাইনে টিকিটের উইন্ডো রেখেছিলাম দুপুর ২টো এবং বিকেল ৪টেতে। মাত্র ৩-৪ মিনিটের মধ্যে টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার খুব খারাপ পরিস্থিতি। এর কারণ হয়তো বিরাট, রোহিতের মতো দুই তারকার অনুপস্থিতি। এমিরেটস কর্তা অবাক ভারত-পাক ম্যাচের টিকিট বিক্রির হার এত কম দেখে। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত স্টেডিয়ামের নিচের স্ট্যান্ডগুলোর টিকিট শুধু বিক্রি হয়েছে। উপরের দুটো টিয়ারের টিকিট এখনও অবিক্রিত। ম্যাচের আরও দুটো দিন রয়েছে। আশা করি, শেষ মুহূর্তে ছবিটা হয়তো বদলাবে।

স্কুলে যাওয়ার আগে ভোর তিনটেয় উঠে প্র্যাকটিস

বিরাট-দর্শনেই ক্রিকেটার, শুভমনের প্রেরণা বাবাও

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : গান শুনতে তাঁর ভাল লাগে। পছন্দের খাবার আর ঘোরাও ফেবারিটের তালিকায়। কিন্তু শুভমন গিলের ক্রিকেট দর্শনের সবটাই বিরাট কোহলিকে জুড়ে। এটা দেখেই শিখেছেন। কীভাবে বিরাট শৃঙ্খলা ও আবেগ নিয়ে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হন। কীভাবে ফোকাস রাখেন ম্যাচের দিকে।

সম্প্রতি এক পডকাস্ট-এ শুভমন জীবনের পর্দার আড়ালের কথা ভক্তদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি ইংল্যান্ড সিরিজের সাফল্য ও গোটা দলের নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার ভয়ঙ্কর জেদের কথা সামনে এনেছেন। এইসঙ্গে শুভমন যেমন তাঁর প্রিয় বিষয়গুলি ভক্তদের জানিয়েছেন, তেমনই কিং কোহলি কীভাবে তাঁর উপর প্রভাব ফেলেছেন সেটাও বলেছেন।

বিরাটের কথা টেনে শুভমন বলেন, প্রতিভা আর স্কিল থাকলেই হবে না, তোমার মধ্যে সেই আবেগ থাকতে হবে। সামনে এগোনোর তাগিদ থাকতে হবে। ক্রিকেট জীবনের শুরুতে এটা তিনি বিরাটকে দেখে শিখেছেন। আবেগের সঙ্গে খেলার খিদেকে মিশিয়ে বিরাট তাঁর সামনে উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। খেলার প্রতি নিষ্ঠা, নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার তাগিদ বিরাটকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। শুভমন বলেন, এটা শুধু বিরাটকে তাঁর মনে শ্রদ্ধার আসনে ঠাঁই দেয়নি, ভবিষ্যতের ব্লু-প্রিন্টও তৈরি করে দিয়েছিল।

২৫ বছর বয়সে দেশের টেস্ট ক্যাপ্টেন হয়েছেন শুভমন। ইংল্যান্ডে তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে ক্রিকেট বিশ্বকে। শুভমন বলছেন, তিনি স্বীকৃতির থেকেও নিজের কাজে মন দেওয়াকে বেশি জরুরি মনে করেন। তাঁর কথায়, আমি প্রশংসা চাই না। শুধু নিজের কাজটা নিষ্ঠাভরে করতে চাই। বিরাট যেমন এই মাইন্ডসেট নিয়েই মাঠে নামেন।

নিজের ছোটবেলার কথা প্রসঙ্গে শুভমন বলেছেন, তিন বছর বয়সে প্রথম হাতে ব্যাট পেয়েছিলেন। যেটা দিয়ে বাবা যখন টিভিতে খেলা দেখতেন তখন তিনি কপি করার চেষ্টা করতেন। তাঁর বাবা তখনই বুঝেছিলেন ছেলের মধ্যে ক্রিকেটের জন্য আবেগ রয়েছে। অতঃপর নিজেদের ফার্ম-এ তিনি কর্মচারীদের ছেলেকে বল করতে বলতেন। আউট করতে পারলে টিপসও দিতেন। এরপর ক্রিকেটার আরও সুবিধা পেতে পাঞ্জাবের গ্রাম থেকে শুভমনরা চণ্ডীগড়ে উঠে আসে। আর এটাই ছিল শুভমনের জীবনে টার্নিং পয়েন্ট।

কিন্তু প্রতিকূলতা তবু ছিল। চণ্ডীগড়ের অ্যাকাডেমিতে কোচের সঙ্গে বিবাদের জেরে শুভমনকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাবা হাল ছাড়েননি। তিনি নিজেই শুভমনের জন্য শিডিউল বানিয়ে দেন। স্কুলে যাওয়ার আগে ভোর তিনটেয় উঠে প্র্যাকটিস। এটা দীর্ঘদিন চলেছিল। আজ সফল ক্রিকেটার হয়ে শুভমন মনে করছেন বাবার এই অবদান ছাড়া তিনি ক্রিকেটার হতে পরতেন না। শুভমনের কথায়, বাবাই আমার প্রথম কোচ। আমার প্রেরণা। বাবার এই স্যাক্রিফাইস ছাড়া আজ আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না।

পাকিস্তানের সহজ জয়

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : আফগানিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দিন কয়েক আগে শারজায় ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। দুবাইয়ে শুক্রবার এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেও ওমানকে তারা ৯৩ রানে হারিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের ১৬০/৭-এর জবাবে ওমানের ইনিংস ১৬.৪ ওভারে শেষ হয়ে যায় ৬৭ রানে। পাক বোলারদের মধ্যে সাইউম আইয়ুব, সফিয়ান মুকিম ও ফাহিম আশরাফ দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। একটি উইকেট নেন শাহিন আফ্রিদি। ওমানের হামাম মির্জা ২৭ রান করেন। পাকিস্তান আগে ব্যাট করে তুলেছিল ১৬০/৭। যেটা একসময় ভাবাই যাচ্ছিল না। কারণ ১৬.৪ ওভারে পাকিস্তান যখন হাসান নওয়াজকে (১৯) হারাল, বোর্ডে রান ছিল ১২০/৫। কিন্তু সেখান থেকে তারা বাকি ২০ বলে ৪০ রান যোগ করেছে। গোটা ইনিংসে বড় রান মহম্মদ হ্যারিসের ৬৬। এছাড়া ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান (২৯) ও ফকর জামান (২৩ নট আউট) কিছু রান করেছেন। শক্তিতে ওমান পাকিস্তানের ধারেকাছে আসে না। কিন্তু ৪ রানে আইয়ুবকে (০) তুলে নিয়ে ঝটকা দিয়েছিলেন শাহ ফয়জল। পরের পার্টনারশিপে যোগ হয় ৮৯ রান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার দুর্গারা

নারী আজ আর শুধুই সংসারের ছোট্ট ঘেরাটোপে আবদ্ধ নয়। অর্থনৈতিক বাধা পেরিয়ে, সংস্কারের শিকল ভেঙে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, সব শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে অসীম সাহস ও শক্তিতে ভর করে তাঁরা আজ গোটা বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণা। তাই মায়ের আগমনের আগে সেই সব দুর্গাদের কুর্নিশ যাঁরা লড়াই চালিয়েছেন এবং তাঁদের কর্ম দিয়ে গড়েছেন ইতিহাস। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

শৃঙ্গজয়ী ছোনজিন

ছোট থেকেই চোখে স্বপ্ন দেখতেন পর্বতারোহণ ও শৃঙ্গজয়ের। কিন্তু যাঁর চোখ অন্ধ তাঁর স্বপ্ন কি রঙিন হয়? সবটাই যে সাদা-কালো। তাও আবার সুউচ্চ মাউন্ট এভারেস্ট! এও কি সম্ভব! অদম্য জেদ আর ইচ্ছে থাকলে সবই সম্ভব। ভারত-তিব্বত বর্ডারের হিমাচলের কিন্নৌরের প্রত্যন্ত ছোট্ট গ্রাম ছাঙ্গোতে জন্ম ছোনজিন অ্যাংমোর। জন্মান্ধ ছিলেন না। মাত্র আট বছর বয়সে চিকিৎসাজনিত ত্রুটিতে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন অ্যাংমো। দৃষ্টিশক্তি হারালেও মনোবল কখনও কমেনি তাঁর। ধাপে ধাপে পড়াশোনা সম্পূর্ণ করেছেন তিনি। হিমাচলের বাসিন্দা ছোনজিনকে অনুপ্রেরণা জোগাত হেলেন কেলারের কাহিনি। দৃষ্টিশক্তি না থাকার চেয়েও বড় হল দৃষ্টি থাকতে কোনও লক্ষ্য না থাকা। এই কথাকেই মনেপ্রাণে মানতেন ছোনজিন। ২০১৮ সালে মানালি থেকে খারদুংলা যান অ্যাংমো। ১৮ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মোটর যান চলাচলের রাস্তার মধ্যে একটা হল এই রাস্তা। ২০১৯-এ মাত্র ছ'দিনে নীলগিরির মধ্যে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ভারতের তিনটি রাজ্য অতিক্রম করেন অ্যাংমো। সিয়াচেনেও ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি। ২০২১ অপারেশন ব্লু ফ্রিডমের অংশ হয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেন হিমবাহে পর্বতারোহণকারীদের বিশেষ দলে একমাত্র মহিলা পর্বতারোহী ছিলেন অ্যাংমো। এরপরে দৃষ্টিহীনতার বাধা তুচ্ছ করে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়াও স্পর্শ করেন তিনি। প্রথম ভারতীয় দৃষ্টিহীন মহিলা যিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের নজির গড়লেন ২০২৫-এ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মিরান্ডা হাউস থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শেষ করেন। বর্তমানে দিল্লির একটি নামজাদা ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা সহযোগী হিসেবে কর্মরত ছোনজিন। তবে মাউন্ট এভারেস্ট তাঁর প্রথম পর্বতারোহণ নয়। ২০২৪ সালে অক্টোবরে প্রথম ভারতীয় দৃষ্টিহীন মহিলা হিসেবে মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে ট্রেকিং করেছিলেন। এছাড়া একটি বিশেষভাবে সক্ষম দলের সঙ্গে ৬ হাজার মিটার উঁচু শৃঙ্গ জয় করেন। তিনি শুধু পর্বতারোহী নন, একজন অ্যাথলিটও। রাজ্যস্তরের সাঁতারে সোনার পদক জেতেন। জাতীয় স্তরে জুডোতে অংশ নিয়েছেন, ম্যারাথনেও অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় স্তরে ম্যারাথনে দুটি ব্রোঞ্জপদক পেয়েছেন অ্যাংমো। আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে ফুটবলও খেলেছেন অ্যাংমো। অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পেয়েছেন একাধিক সম্মান এবং পুরস্কার। রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পেয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্যাঙ্গজন জাতীয় পুরস্কার। জীবনে অসম্ভব বলে কিছু হয় না। সঠিক প্রশিক্ষণ ও সদিচ্ছা থাকলে কোনও বাধাই আর বাধা হয়ে ওঠে না।

ছোনজিন অ্যাংমো

মৎস্য-গবেষক রীনা

কথায় বলে, মাছে ভাতে বাঙালি। সেই মাছ চাষের গবেষণায় অভূতপূর্ব আবিষ্কার সাড়া ফেলেছেন এক বাঙালি কন্যা। তিনি হলেন গবেষক রীনা চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম শাঁকারী। সেই গ্রামের চাষি প্রশান্ত চক্রবর্তীর মেয়ে রীনা চক্রবর্তী। গ্রামেরই স্কুলে শৈশবে পড়াশুনো করেছেন রীনা। পড়াশোনার দিনগুলোয় বাবা-মা'ই ছিলেন একমাত্র অনুপ্রেরণা। ছোট থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে বড় হওয়ার ফলে ছিল না কোনও সুযোগ-সুবিধা। লেখাপড়া শেখার জন্য অনেকটাই স্ট্রাগল করতে হয়েছিল তাঁকে। শাঁকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে পড়াশুনো শেষ করে তিনি বর্ধমানের রাজ কলেজ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যা শাখার মৎস্যবিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি সম্পূর্ণ করেন। কিছু করে দেখানোর অদম্য ইচ্ছে ছিল তাঁর। এর সঙ্গে এটাও চেয়েছিলেন তাঁর কর্মে যেন সমাজের মানুষের উপকার হয় এবং জেদের ফলে রীনা চক্রবর্তী আজ সাফল্যের শীর্ষে। কিন্তু কী ছিল তাঁর সেই গবেষণা। যার জন্য আজ বিশ্বজোড়া নাম তাঁর। রীনার গবেষণার মূল বিষয় ছিল জলের অপচয় না করে, অল্প জায়গায় কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা। এই পদ্ধতিতে অর্থাৎ কম জলে শুধু মাছ চাষই নয়, মাছ চাষ করে লাভের দিশাও দেখিয়েছেন রীনা তাঁর গবেষণায়। গবেষক রীনা চক্রবর্তী নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে দিল্লির নয়ডার মুরাদনগরের কাছে ১৪ বিঘা জমি কিনেছেন। অল্প জায়গায় অল্প জলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাছ চাষ করে কীভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়, সেটাই রিসার্চ সেন্টার এবং ওই জমিতে করে দেখাবেন তিনি। সেখানে মাছ চাষে উৎসাহী নারী ও পুরুষ সকলকে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে সেই কাজ। দেশের এমন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী স্বয়ং রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পেয়েছেন সম্মান। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রীনা চক্রবর্তীর দাদা দিলীপ চক্রবর্তী। যিনি নিজেও একজন নামজাদা ও সম্মানপ্রাপ্ত কৃষি বিজ্ঞানী। রীনা বর্তমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্যবিজ্ঞান শাখার বিভাগীয় প্রধান পদে দায়িত্বে রয়েছেন।

গবেষক রীনা চক্রবর্তী

প্রজ্জলা সুনীতা

ছোট্টখাট্টো চেহারার সুনীতা কৃষ্ণন। হাজার ভিড়ে চোখে পড়বেন তিনি কিন্তু তাঁর জীবনকাহিনি, সংঘর্ষ, কীর্তিকলাপ, সাফল্যের ঘটনা তাবড় মানুষের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। যৌনপাচার রুখে দেওয়ার অন্যতম কান্ডারি সুনীতা। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই লড়ে গেছেন। তাঁর কাজের চরম খেসারত দিতে হয়েছে সুনীতাকে। (এরপর ১৮ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
13 September, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

আমার দুর্গারা

(১৭ পাতার পর)

মাত্র ১৫ বছর বয়স গ্যাং রেপ হয় তাঁর। তবুও মনোবল এতটুকু ভাঙতে পারেনি কেউ। ১৯৭২-এ বেঙ্গালুরুতে জন্ম সুনীতার। উচ্চতা চার ফুট বলে নিজেকে নিয়ে অস্বস্তি, লজ্জা— দুই-ই ছিল। কিন্তু তিনি বরাবর বেশ ডাকাবুকো ধরনের। বাবা বলেছিলেন, ‘‘উচ্চতা কম সেদিকে নজর দিও না।

সুনীতা কৃষ্ণন

মনের দিক থেকে বড় হওয়ার চেষ্টা কোরো।’’ সেই কথাটা মনে রেখেছিলেন সারাজীবন। তারপর থেকেই সমাজে বঞ্চিতদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেন। মাত্র আট বছর বয়সে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের নাচ শেখাতেন। এরপর বস্তিতে গিয়েও পড়িয়েছেন। ১৫ বছর বয়সে দলিত সম্প্রদায়কে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে একটি ক্যাম্প করেন। তাঁর এই পদক্ষেপে আগুন ধরে যায় বহু মানুষের মনে এবং সুনীতাকে এই কাজ থেকে প্রতিহত করতে আটজন বিকৃতমনস্ক মানুষ তাঁকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে। এত ভয়ঙ্কর ছিল সেই অত্যাচার, মারধর যে সুনীতা আজও একটা কানে ভাল করে শুনতে পান না। প্রাথমিক ধাক্কায় নিজেকে গুটিয়ে নেন সুনীতা। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ফলে লোকলজ্জার ভয়, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মাও। তবে সুনীতা থেমে যাননি। অদ্যম মনোবলে তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ান। সুনীতা জানতেন তাঁকে কী করতে হবে। ফলে বাবা-মাও আর বাধা হননি তাঁর চলার পথে। এই প্রসঙ্গে সুনীতা বলেছেন, ‘‘আমার মধ্যে এমন এক রাগ জন্মেছিল যে তার আগুন এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাই আমি নিজের সংস্থার নাম রেখেছি প্রজ্জলা।’’ স্কুল শেষ করে ম্যাঙ্গালোরে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নিয়ে পড়াশুনো শেষ করেন সুনীতা। তারপর শুরু হয় তাঁর আসল লড়াই। সমাজ সচেতনতামূলক নানা কাজে যুক্ত হন। একবার সেজন্য তাঁকে জেলেও যেতে হয়। বাবা-মা মেনে নিতে পারেন না সুনীতাকে। এরপর তিনি বাড়ি ছাড়েন। আজও তিনি বাবা-মায়ের থেকে দূরেই থাকেন। এরপর হায়দরাবাদের রেড লাইট এরিয়ার যৌনকর্মীদের পরবর্তী প্রজন্মদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন দিতে তিনি উদ্যোগী হলেন এবং শুরু করলেন তাঁর সংস্থা ‘প্রজ্জলা’। সুনীতার সংস্থা প্রজ্জলা এখনও পর্যন্ত ১২ হাজারেরও বেশি মেয়েদের নারী-পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁদের পড়াশুনো শিখিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছে। তবে সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল তাঁর পাচার হওয়া মেয়েদের নিজের বাড়িতে ফেরানো। কারণ অনেকেই আর মূলস্রোতে ফিরতে চান না। প্রজ্জলায় এখন ২০০ জনের ওপর কর্মী, যাদের লভ্যাংশের একটা টাকাও সুনীতা নেন না। ওদের টাকা ওদেরই থাকে। সুনীতার স্বামী রাজেশ ফিল্মমেকার। তাঁর এই সুবিশাল কর্মকাণ্ডে স্বামীকে সবসময় পাশে পেয়েছেন সুনীতা। সুনীতার ওপর এখনও পর্যন্ত ১৪ বার আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু থামানো যায়নি তাঁকে। পেয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মান-সহ আরও অনেক পুরস্কার।

অদম্য অরুণিমা

অরুণিমার ঘটনা কোনও সিনেমার গল্পের চেয়ে কম কিছু নয়। তখন তাঁর ২৪ বছর বয়স। জাতীয় স্তরের ভলিবল খেলোয়াড় হয়েছেন। যথেষ্ট পরিচিতি। একই সঙ্গেই চলছে চাকরির প্রস্তুতিও। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর চাকরির পরীক্ষা দিতে ট্রেনে করে লখনউ থেকে দিল্লির পথে রওনা হল অরুণিমা। ঠিক সেই সময় এক বড় ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হলেন তিনি। কিছু দুষ্কৃতী তাঁর মায়ের দেওয়া সোনার চেনটি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু অরুণিমা ভয় পেয়ে তাঁদের হাতে সেই চেন তুলে দিতে চাননি। তিনি বাধা দেন এবং তারই চরম খেসারত দিতে হয় অরুণিমাকে। দুষ্কৃতীরা তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ঠিক সেই সময় পাশের লাইন দিয়ে যাচ্ছিল আর একটি ট্রেন যার ধাক্কায় অরুণিমার পা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসায় থাকার পর ক্ষতিগ্রস্ত পা হাঁটুর নিচ থেকে বাদ যায়। মুহূর্তে তাঁর জীবন পাল্টে যায়। যে স্বপ্ন নিয়ে পথচলা শুরু সেই স্বপ্ন এমন এক আকস্মিকতায় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

কিন্তু তিনি হেরে যাননি। সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়তে যেখান থেকে উঠেপড়ে লেগেছিলেন আর সেখান থেকে তাঁর শৃঙ্গ জয়ের স্বপ্ন দেখার শুরু। শুনতে খুব অবাক লাগলেও ওই একটি সম্পূর্ণ পা নিয়েই তিনি দেখেছিলেন এভারেস্ট জয়ের স্বপ্ন। হাসপাতালের চিকিৎসাধীন থাকার সময়েই ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই যে করবেন তা স্থির করে নিয়েছিলেন। তার জন্য নিজেই নিজের জন্য বেঁধে নিয়েছিলেন লক্ষ্য। তাঁর পর্বত অভিযানের কথা শুনে লোকজন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেও ছাড়েনি কিন্তু মনোবল হারতে দেয়নি।

এইসময় পাশে পেয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা পর্বতারোহী যিনি এভারেস্ট জয় করেছেন সেই বাচেন্দ্রী পালকে। তারপর কঠোর পরিশ্রম শুরু। উত্তরকাশীর নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং থেকে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করেন তিনি। তারপর দেড় বছরের কঠোর পরিশ্রম। নিয়মিত ব্যায়াম করতেন সেই সঙ্গে, শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লড়াই চালিয়েছেন আর মানসিক শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করে গেছেন তারপর একদিন আসে সুযোগ। একটি নামী কোম্পানির স্পনসরশিপে হওয়া Eco Everest Expedition-এ জয় করলেন এভারেস্ট। এভারেস্ট জয়ের করেও থেমে থাকেননি তিনি।

অরুণিমা সিনহা

ইতিমধ্যেই একাধিক মহাদেশের শৃঙ্গ তাঁর পায়ের তলায় এসেছে। সেই তালিকায় রয়েছে আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো, ইউরোপের এলব্রুস, দক্ষিণ আমেরিকায় অ্যাকনকাগুয়া, অস্ট্রেলিয়ার কসিউজকো ইত্যাদি। বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য একটি স্কুল চালান তিনি। প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা বই ‘Born Again on the Mountain’। পেয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মান।

চাষের দিদিমণি মৌসুমী

মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার ছয়ঘরি গ্রামের কৃষক মৌসুমী বিশ্বাস।

২৮ বছরের নিরলস পরিশ্রমে আজ তিনি গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এক পরিচিত নাম। তিনি সফল এবং সমৃদ্ধশালী এক মহিলা কৃষক। খুব অল্প বয়সে তাঁর বাবা চলে যান। পাঁচ বোন দুই ভাইয়ের সংসার। অভাবের সংসারে কোনওমতে পড়াশুনো চালিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অদ্যম প্রচেষ্টা ছিল তাঁর। একটা সময় দাদা মুম্বইয়ে চাকরি পেলেন। খুব কমবয়সে সংসারের হালও ধরলেন। তখন মৌসুমী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পাঠরতা। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দাদার। অথৈ সাগরে পড়লেন মৌসুমী। পড়া থামিয়ে ফিরে এলেন গ্রামে। বাড়িতে বৃদ্ধা মা, অসুস্থ আরও এক বড় দাদা। তাঁর স্ত্রী, সন্তান— সবাই মৌসুমীর কাঁধে। সংসারে হাঁড়ি চড়া দায়। শূন্য থেকে শুরু করলেন মৌসুমী। মায়ের অনুপ্রেরণায় জমি লিজে নিয়ে শুরু করলেন চাষ। খুব কঠিন ছিল সেই দিনগুলো। বারবার ব্যর্থ হয়েছেন আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। এরপর কৃষি নিয়ে একটা প্রশিক্ষণ নিলেন মৌসুমী। আবার শুরু করলেন ধান এবং একানি চাষ। একানি হল একধরনের ফসল যা মাছচাষে অপরিহার্য। এরপর তিনি শুরু করলেন গবেষণা। কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং দূষণের প্রভাবে দিনে দিনে পানীয় জলের পরিমাণ কমছে এবং বাড়ছে নোনা জলের পরিমাণ। আর ধান চাষে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে জলের। সেই রেশিওটা হল এক কিলো ধানচাষ করতে এক হাজার লিটার জল। সেই জল খরচ কমিয়ে আনতে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য অনেকটা জল সংরক্ষণ করে রাখতে দীর্ঘদিনের গবেষণায় মৌসুমী আবিষ্কার করলেন উন্নতমানের বীজ। কম জলে ও শুষ্ক আবহাওয়ায় অধিক ফলনশীল ধান চাষের জন্য নতুন সেই বীজের নাম ‘এম যামিনী’। এই বীজ হাতে এলে উপকৃত হবেন চাষিরাও, কারণ অনেক কম জলে তাঁরা চাষ করতে পারবেন। ধানচাষের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— সব তিনি একাই করেন। তার কাজের জন্য পেয়েছেন বহু সম্মান। ২০২৫-এ তাঁর জেলা মুর্শিদাবাদের প্রশাসন থেকে তাঁকে দেওয়া হয় ভূমিকন্যা সম্মান। আগামী দিনে মৌসুমীর পরিকল্পনা প্রকৃতিকে বাঁচানো, চাষে যথেচ্ছ সার আর কীটনাশকের ব্যবহার কমানো, বিষমুক্ত ফসল ফলানো। এর জন্য জরুরি উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন। যেসব মেয়ে আগামীতে কৃষিতে আসতে চান তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সবার প্রিয় চাষের দিদিমণি।

মৌসুমী বিশ্বাস

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

13 September, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

আত্মরক্ষায় আজকের দুর্গারা

অসুরনাশিনী দুর্গার যুগ পেরিয়েছে। আজকের দুর্গারাও আত্মরক্ষায় রুখে দাঁড়ান, হাতে অস্ত্র তুলে নেন। অশুভের বিনাশ করেন। তবে বদল হয়েছে তাঁদের অস্ত্রের। রেলের যাত্রী-নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী মহিলা আরপিএফ কনস্টেবলরা হাতে তুলে নিয়েছেন এক অসাধারণ অস্ত্র।
লিখলেন **সৌরভকুমার ভূঞ্যা**

দেবী দুর্গা যার জন্ম হয়েছিল মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্যে। যখন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল অসুরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ তখন সেই মহামায়া নারীশক্তির বন্দনা করেছিলেন দেবতারা। প্রার্থনা করেছিলেন মর্ত্যবাসীও। অসুরদলনী এলেন ঠিকই কিন্তু বিনা অস্ত্রে! তাঁর দশহাতে সেই অস্ত্র প্রদান করলেন দেবতারা। শিব দিলেন ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, ইন্দ্র দিলেন বজ্র, ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু— এইভাবে দশহাতে দশরকমের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই সময়টা পেরিয়ে এলেও সেই জায়গাটা কিন্তু আজও একইরকম রয়েছে। আজকের দুর্গারাও আত্মবিশ্বাসী। তাঁরাও আত্মরক্ষায় এবং প্রিয় পরিজনদের সুরক্ষায় তৎপর। মানুষের পাশে দাঁড়াতে তাঁরাও নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ। ঠিক যেমন রেলের যাত্রী-নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন মহিলা আরপিএফ কনস্টেবলরা।

ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করেন। এই যাতায়াতের একটি অন্যতম ও ভরসার মাধ্যম হল রেল। কেবল পরিবহণ নয়, রেল যোগাযোগ দেশের আর্থ-সামাজিক চালিকাশক্তির অন্যতম স্তম্ভ। শহর থেকে গ্রাম, ধনী থেকে গরিব— ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের, সকল শ্রেণির কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন এই রেলপথে যাতায়াত করেন। তাই যাত্রী-সুরক্ষার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই কাজে সেই মহিলাবাহিনীর এক বড় অংশ প্রতিদিন দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

কিছুদিন আগেই একটা খবর ভাইরাল হয়েছিল নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে। মহিলা আরপিএফ কনস্টেবল রিনা বাড়িতে কেউ না থাকায় তাঁর একবছরের ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে ডিউটি করতে চলে এসেছিলেন কারণ ওর আগেই দিল্লি স্টেশনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে ডিউটির প্রবল চাপে ছুটি নেওয়ার উপায় ছিল না। তাহলে তাঁদের নিরাপত্তা কোথায়? কেই-বা তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে? কেই-বা অস্ত্র তুলে দেবে তাঁদের হাতে। সেই নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে এবং সেই নারী-ক্ষমতায়নের মর্যাদা দিতে ভারতীয় রেল কিছুদিন আগে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে এক অভিনব অস্ত্র।

চার দেওয়ালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমাজের সর্বক্ষেত্রে আজ নারীদের গর্বিত পদচারণা। আরপিএফ বা রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিদিন ভারতীয় রেলে যে কোটি কোটি যাত্রী যাতায়াত করেন তাঁদের মধ্যে মহিলা-শিশুদের সংখ্যাও কম নয়। মূলত তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকে আরপি এফের মহিলা কনস্টেবলদের ওপর। নারীদের নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত যাতায়াতের ক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীদের তুলনায় মহিলা কর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। সেকথা মাথায় রেখে ভারতীয় রেল তাদের সুরক্ষা-ব্যবস্থায় বেশি বেশি করে মহিলাদের নিয়োগ করছেন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহিলা কর্মী আছেন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সে।

আরপিএফ-এ যাঁরা মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন সেইসব মহিলা আরপিএফ কর্মীর নিরাপত্তা তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি তাঁরা নিজেরাই নিরাপত্তার অভাবে ভোগেন তাহলে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদানের কাজটি ঠিকঠাক ভাবে করতে পারবেন না। তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভারতীয় রেল অতি-সম্প্রতি তাঁদের হাতে একটি অভিনব অস্ত্র তুলে দিয়েছে। সেটি হল চিলি স্প্রে। কী এই চিলি স্প্রে, কেনই-বা এই অস্ত্র তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সে-বিষয়ে বলার আগে দেখে নেওয়া যাক মহিলা আরপিএফ কর্মীরা রেলে যাত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন কোন ভূমিকা পালন করেন।

এককথায় বলতে গেলে মহিলা আরপিএফ কর্মীদের কাজ হল রেলের মহিলা ও শিশু যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাঁদের রেলযাত্রাকে সুন্দর ও ঝামেলামুক্ত করা।

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
13 September, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

আত্মরক্ষায় আজকের দুর্গারা

(১৯ পাতার পর)

এই কাজ যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। যেগুলি হল মেরি সহেলি, অপারেশন মাতৃশক্তি, অপারেশন এগেইনস্ট হিউম্যান ট্রাফিকিং প্রভৃতি। মহিলা আরপিএফ কর্মীরা মূলত এইসকল বিভাগে কাজ করেন।

মেরি সহেলি

'মেরি সহেলি' বিভাগের দায়িত্ব হল মহিলা ও শিশু যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। প্ল্যাটফর্ম বা ট্রেনে কোনেও মহিলা যদি হেনস্থার শিকার হন সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া। মহিলা কামরায় যাতে পুরুষ যাত্রীরা উঠে না পড়তে পারে তার জন্য টহলদারি করা। কোনও মহিলা যাত্রী যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, হেনস্থার কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁদের সহায়তা প্রদান করা। মহিলা যাত্রীদের বিরুদ্ধে যদি কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটে তাহলে তার তদন্ত করা এবং অপরাধীদের ধরে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া। একাকী মহিলা যাত্রী, বয়স্কা যাত্রী, গর্ভবতী নারী থাকলে তাঁদের যোগাযোগ রাখা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। যাত্রার আগে কিংবা ট্রেন চলাকালীন কোনও মহিলা যাত্রী যদি সমস্যায় পড়েন ১৩৯ নং বা আরপিএফ হেল্পলাইনে ফোন করেন, তাহলে তাঁদের সাহায্য করা। বর্তমানে প্রায় ২৫০টির বেশি মেরি সহেলি দল প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২,৯০০ মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

অপারেশন মাতৃশক্তি

'অপারেশন মাতৃশক্তি'র কর্মীদের কাজ হল রেলে ভ্রমণরত গর্ভবতী মহিলাদের ওপর নজর রাখা। ট্রেন চলাকালীন যত গর্ভবতী প্যাসেঞ্জার রয়েছেন তাঁদের সাহস দেওয়া এবং পাশাপাশি সেই মহিলাদের যদি প্রসববেদনা ওঠে তাহলে আরপিএফ-এর মহিলা কর্মীরা তাঁদের সবরকম সাহায্য করেন। ২০২৪ সালে অপারেশন মাতৃশক্তির মহিলা আরপিএফ টিম ১৭৪ জন মহিলাকে সাহায্য করেছেন রেলে নিরাপদভাবে তাদের সন্তানের জন্ম দিতে। সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর মা এবং শিশুর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-সহায়তাও প্রদানে উদ্যোগী হয়েছে। শুধু তাই নয়, একাধিক মহিলা যাত্রীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা বিভিন্ন সময়ে।

'অপারেশন এগেইনস্ট হিউম্যান ট্রাফিকিং'

নারী ও শিশু পাচার একটি জ্বলন্ত সমস্যা। আরপিএফ-এর 'অপারেশন এগেইনস্ট হিউম্যান ট্রাফিকিং' বিভাগের মহিলা কনস্টেবলদের কাজ হল এই নারী ও শিশু পাচার রোধে সাহায্য করা। এর পাশাপাশি মহিলাদের কামরার দিকে কড়া নজরদারি, যে-কোনও অবস্থায় তাঁদের এবং শিশুদের সুরক্ষাকেই নিশ্চিত করে তাঁরা। এর থেকেই বোঝা যায় মহিলা আরপিএফ কনস্টেবলদের কাজ কতখানি সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ। সেই জন্য তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আগে দরকার। সে-কথা মাথায় রেখে এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি মর্যাদা জানিয়ে ভারতীয় রেল তাদের হাতে তুলে দিয়েছে চিলি স্প্রে ক্যান।

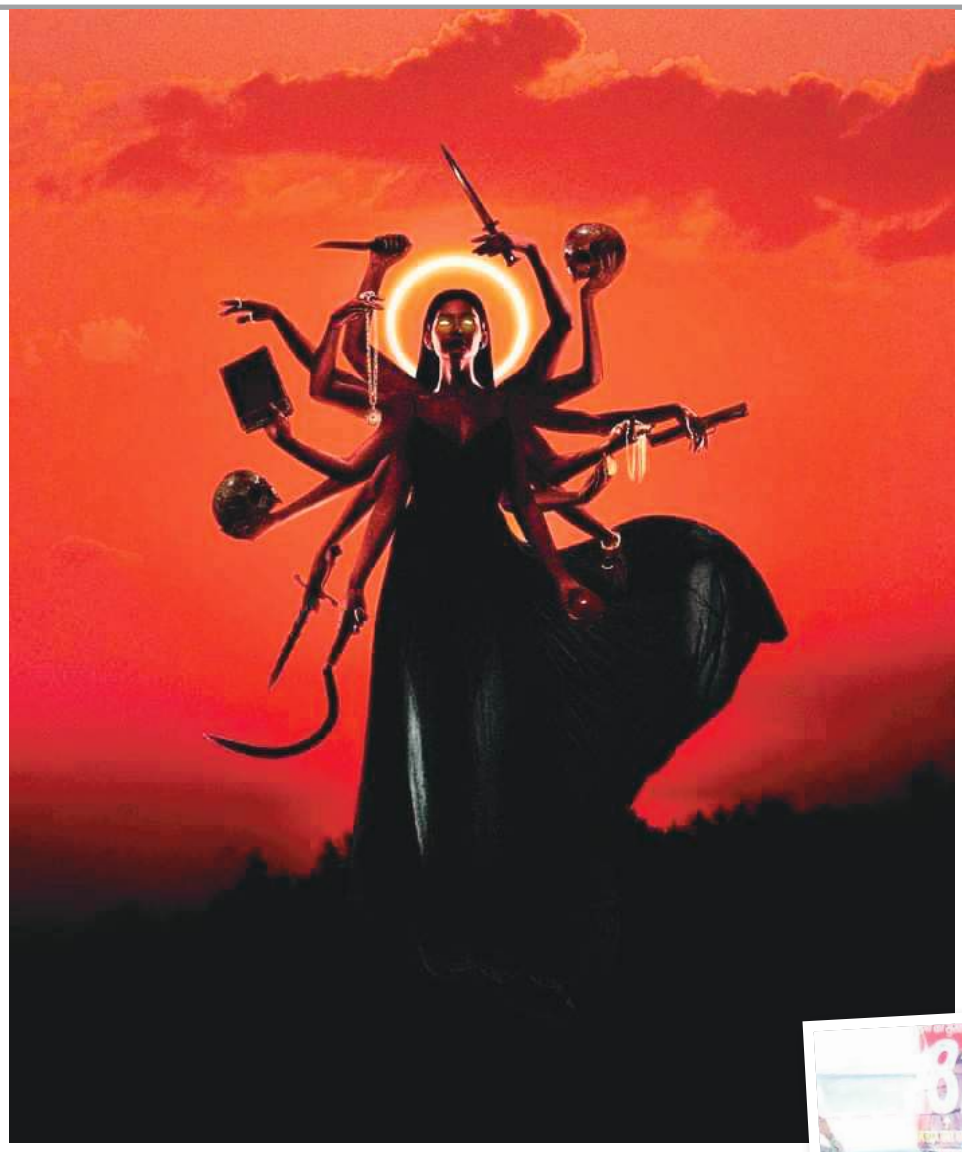

চিলি স্প্রে ক্যান

এই অস্ত্রটি মহিলা কনস্টেবলদের নিজেদের নিরাপত্তার পাশাপাশি মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও পরিষেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিলি স্প্রে হল এক ধরনের আত্মরক্ষাকারী উপকরণ। ছোট ক্যানের মধ্যে কেপসাইকিন নামক এক ধরনের গুঁড়ো থাকে যা আক্রমণকারীর উপর প্রয়োগ করলে তার শরীরে তীব্র জ্বালা সৃষ্টি হয়। এটি তাকে কিছুক্ষণের জন্য স্থবির বা দুর্বল করে দেবে যা নারী কনস্টেবলদের সাহায্য করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে।

এই চিলি স্প্রে ক্যান কেন গুরুত্বপূর্ণ এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? চিলি স্প্রে নারী কনস্টেবলদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। প্ল্যাটফর্ম বা রেলে কাজ করার সময় মাঝে মাঝে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যেখানে অপরাধীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা সীমিত থাকে। সেই ক্ষেত্রে চিলি স্প্রে প্রয়োগের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে আক্রমণকারীদের দুর্বল করে দিয়ে তারা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারে। সেই সঙ্গে ওই সময়কার উত্তপ্ত পরিস্থিতি, ঝুট-ঝামেলার মোকাবিলা করার সুযোগ পান। সবথেকে বড় কথা, এই অস্ত্র তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে চিলি স্প্রে ব্যবহারের বেশকিছু সুবিধা রয়েছে। এটি ব্যবহার করার জন্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। কৌশলে এটি প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল ও ঘায়েল করা যায়। এটি দূর থেকে প্রয়োগ করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সঙ্গে শারীরিক সংঘর্ষের ঝুঁকি এড়ানো যায় যা নারী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি আক্রমণকারীর ওপর অতি-দ্রুত কাজ করে। ফলে সেই মুহূর্তে মহিলাদের পক্ষে তার মোকাবিলা করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। চিলি স্প্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। এটি আক্রমণকারীর প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমিয়ে দেয়। জিনিসটি সহজলভ্য। তাই ব্যাপকভাবে ব্যবহারে কোনও সমস্যা নেই। পাশাপাশি এটি সহজে বহন করা যায় এবং গোপন রাখা যায়। এর প্রয়োগ এবং ইতিবাচক কার্যকারিতা নারীর মনে সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগায়। ফলে নিজেদের কাজ তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন। অপরাধীদের কাছেও এর মাধ্যমে একটা বার্তা যায়। নারীরা নিরস্ত্র নয়, এই ভয়টা তাদের অপরাধ করতে গিয়ে অবশ্যই ভাবাবে। অপরাধীর মধ্যে ভয় সঞ্চার করতে পারলে অপরাধের সংখ্যা কমতে বাধ্য। নারী কনস্টেবলরা নিজেরা নিরাপদ হলে বাকিদের নিরাপত্তা দেওয়ার কাজটা অনেকটা সহজ হয়, সুন্দর হয়। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদেরও তাদের প্রতি আস্থা বাড়ে। ফলে রেল প্রশাসন ও যাত্রীদের মধ্যে মানসিক বোঝাপড়া মজবুত হয়।

চিলি স্প্রে ব্যবহারের কিছু অসুবিধাও আছে। এটি ব্যবহারে প্রতিপক্ষের শারীরিক যে অক্ষমতা সৃষ্টি হয় তা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না। মূলত এটি চোখে স্প্রে করলে বেশি কার্যকরী হয়। তাই প্রয়োগ করার সময় নিশ্চিত করতে হয় যে সেটা যেন আক্রমণকারীর চোখে গিয়ে পড়ে। অনেক সময় বাতাস প্রতিকূল হলে সেটা সম্ভব হয় না ঠিকঠাক। পাশাপাশি এটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নারীকে সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে। সেখানে সমস্যা হলে এর ঠিকঠাক প্রয়োগ হবে না।

প্রসঙ্গত বলার, নারীর নিরাপত্তায় চিলি স্প্রে বা পিপার স্প্রে ব্যবহার পৃথিবীর নানা দেশে হয়ে থাকে। তবে সব জায়গায় ব্যবহারের নিয়ম এক নয়। কোথাও এর ব্যবহারে আইনগত কোনও বাধা নেই। আবার কোনও কোনও দেশে এটি ব্যবহারে আইনগত কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। নিয়মবিধি যাই থাক না কেন, বিশ্বব্যাপী এর ব্যবহার এটা প্রমাণ করে যে নারীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই সামান্য জিনিসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে এক অতি উন্নত সভ্যতার নাগরিক আমরা। এই সময়ে দাঁড়িয়ে চিলি স্প্রে নামক অস্ত্রের ব্যবহার কতটা যুক্তিসঙ্গত? এটা ধরে নেওয়া

যায় ভারতীয় রেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইতিবাচক ফল পাওয়ার পর এই অস্ত্রটি মহিলা কনস্টেবলদের হাতে তুলে দিয়েছে। যা খুব গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। রেলের মহিলা যাত্রীদের পাশাপাশি মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং ইতিবাচক। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এটি একটি শুভ উদ্যোগ। এর ফলে মহিলা কনস্টেবলরা নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে রেল-যাতায়াতে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হবে। সবমিলিয়ে চিলি স্প্রে রেলের নারী নিরাপত্তায় একটি অভিনব ও অত্যন্ত কার্যকরী উদ্যোগ।